NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বাণিজ্য সমস্যার উত্তরণ

বেড়মজুরে নবরূপে কাঠের সেতু ৭

কলকাতা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৬ ফাল্গুন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 29.2.2024, Vol.17, Issue No. 258, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সিবিআই তলব অখিলেশকে

লখনউ, ২৮ ফেব্রুয়ারি: বেআইনি খনন মামলায় অখিলেশ যাদবকে সমন পাঠাল সিবিআই। বৃহস্পতিবারই তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ক্ষমতায় থাকাকালীন বেআইনিভাবে খনন করিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারই জেরা করা হতে পারে অখিলেশকে। জানা গিয়েছে, যোগীরাজ্যের সাতটি জেলা থেকে অবৈধভাবে খননের অভিযোগ ছিল। ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত নিয়ম বিরুদ্ধভাবে খনন হয়েছে এই জেলাগুলোতে।

জামিন পেলেন সস্ত্রীক লালু এবং দুই কন্যা

পাটনা, ২৮ ফেব্রুয়ারি: রেলে 'জমির বদলে চাকরি' দেওয়া সংক্রান্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগের ইডির মামলায় জামিন পেলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ী দেবী। লালু-রাবড়ীর দুই কন্যা, মিসা ভারতী ও হেমা যাদব এবং মামলার আর এক অভিযুক্ত হৃদয়ানন্দ চৌধরির স্থায়ী জামিনের আবেদনও বুধবার মঞ্জুর করেছে দিল্লির আদালত।

রাজীব হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত সন্থানের মৃত্যু

চেন্নাই, ২৮ ফেব্রুয়ারি: মৃত্যু হল রাজীব গান্ধি হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত সুথেন্দ্ররাজা টি ওরফে সন্থানের। বুধবার দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীবের নামাঙ্কিত চেন্নাইয়ের এক সরকারি হাসপাতালেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সেখানেই বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। চিকিৎসকেরা এ-ও জানিয়েছেন যে, যকৃতের রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাঁকে।

চূড়ান্ত রূপরেখা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে মার্চের প্রথম সপ্তাহেই রাজ্যে দেড়শো কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। দুই দফায় বিভিন্ন জেলায় এই বাহিনী মোতায়েন করা হবে। বুধবার বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই বাহিনী মোতায়েনের রূপরেখা চূড়ান্ত করল নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পর্বে সর্বাধিক বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনায়। বারাসাত, বনগাঁ, বসিরহাট পুলিশ জেলা এবং ব্যারাকপুর ও বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকা মিলিয়ে ওই জেলায় মোট ২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে।

ঝাড়খণ্ডের জামতাড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত অন্তত ৬

রাঁচি, ২৮ ফেব্রুয়ারি: ঝাড়খণ্ডের জামতাড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৬ জনের। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের আধিকারিকেরা। গুরুতর জখম ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের জামতারার কলঝারিয়া স্টেশনের কাছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঘটনার সুত্রপাত নাকি একটি গুজবকে কেন্দ্র করে। এদিন উলটো দিক থেকে আসা অঙ্গ এক্সপ্রেসে আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়ে। হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ওই ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে। আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেতে অনেকেই ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই সময় পাশের লাইনে চলে আসে ঝাঁঝা-আসানসোল এক্সপ্রেস। তখনই ওই যাত্রীদের পিষে দেয় ট্রেনটি।

'সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের সঙ্গে অন্য কোনও কিছুর তুলনা করবেন না'

নাম না করে সন্দেশখালি ইস্যুতে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলাদের মেজাজ, শাসকনেতাদের কোণঠাসা করে রাখা, লাগাতার আন্দোলন; বিবিধ সূচকে রাজনৈতিক মহলের অনেকেই নন্দীগ্রামের সঙ্গে সন্দেশখালির তুলনা করছেন। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি সন্দেশখালিকে যে নন্দীগ্রামের সমপর্যায়ের আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে চাইছে, তা তাদের বিভিন্ন নেতার মন্তব্য এবং বক্তব্যে স্পষ্ট। বুধবার বাঁকুড়ার খাতড়ার সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি থেকে সে ব্যাপারে 'তাৎপর্যপূর্ণ' বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়ার প্রশাসনিক সভা থেকে মমতা বলেন, 'সিঙ্গুর-সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম-নন্দীগ্রাম, খাতড়া-খাতড়া। একটার সঙ্গে আর একটার তুলনা করবেন না।'

বঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সময় পর্যন্ত সন্দেশখালির অশান্তি ইস্যুকে জিইয়ে রাখতে হবে। তাই দিল্লি থেকে ইন্ধন জোগানো হচ্ছে। এই দাবি করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। আবার বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের মুখে বার বার 'সন্দেশখালি দ্বিতীয় নন্দীগ্রাম' মন্তব্যও শোনা গিয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, অশান্তিতে যে উসকানি দিচ্ছে গেরুয়া শিবির, তা যেন বেশ খানিকটা এই কথাতেই স্পষ্ট। বুধবার সন্দেশখালির নাম উল্লেখ না করলেও সেই ষড়যন্ত্রে তত্ত্ব আরও একবার উস্কে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি জায়গার সঙ্গে আরেকটি জায়গার নাম জড়িয়ে 'দাঙ্গা' বাঁধানোর কথা ভাববেন না বলেও পরামর্শ তাঁর।

সন্দেশখালির নাম উল্লেখ না করলেও বুধবার মমতা বলেন, 'সিঙ্গুর হল সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম হল নন্দীগ্রাম, এক এক জায়গার এক একটা আলাদা আলাদা চেহারা মনে রাখবেন, একটার সঙ্গে আর একটার তুলনা করে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে ভুল করবেন না। কোথাও রক্ত ঝরুক আমি চাই না।' জ্ঞানত তিনি কোনও ভুলকে প্রশ্রয় দেন না বলেও জানান মমতা।

উল্লেখ্য, জমি, ভেড়ি দখলের অভিযোগকে কেন্দ্র করে অশান্ত সন্দেশখালি। দফায় দফায় জ্বলছে গ্রামের পর গ্রাম। সময় যত গড়াচ্ছে ততই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গ্রামবাসীদের দাবি, নালিশের পাহাড় যার বিরুদ্ধে সেই শেখ শাহজাহানকে ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। রণংদেহী মহিলারা কেউ রাস্তায় শুয়ে আন্দোলন করছেন। আবার কোথাও কোথাও পুলিশের গতিবিধি রুখতে ফেলা হয়েছে গাছের গুঁড়ি, কাঁটা গাছের ডালপালা। অনেকেই বলছেন, এই আন্দোলনের প্রকৃতিই নাকি নন্দীগ্রাম আন্দোলনের স্মৃতিকে চাঙ্গা করেছে।

যদিও তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরাই ষড়যন্ত্র করে সন্দেশখালিতে অস্থিরতা জিইয়ে রাখছে। 'নন্দীগ্রাম মডেল'কে মাথায় রেখেই সন্দেশখালির ঘটনা নিয়েও শুভেন্দু গোড়া থেকে সক্রিয়। সম্প্রতি অগ্নিমিত্রা পলের সঙ্গে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ভাইরাল অডিও ক্লিপে সেই আভাস মিলেছে বলেই দাবি শাসক শিবিরের। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, নন্দীগ্রাম ও সন্দেশখালির বিতর্কের প্রেক্ষাপট বেশ আলাদা। নন্দীগ্রামে চাষের জমি জোর করে অধিগ্রহণ করতে চেয়েছিল সরকার। সন্দেশখালিতে সেই পরিস্থিতি নয়। অর্থাৎ সন্দেশখালি কাণ্ডের সঙ্গে নন্দীগ্রামের তুলনা টানা মোটেও ঠিক নয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সন্দেশখালির নাম না করেও তেমনই ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অ্যালকেমিস্ট মামলায় এবার অরূপ বিশ্বাসকে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুকুল রায়ের পর অ্যালকেমিস্ট মামলায় এবার রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে তলব করল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, ওই মামলায় প্রায় ১৯০০ কোটি টাকা আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল। তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসাবেই অরূপকে তলব করা হয়েছে। মন্ত্রী সময় চেয়েছেন। তাঁর আবেদন বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেই ইডির একটি সূত্রের দাবি।

এর আগে কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুলকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু শারীরিক কারণেই তিনি দিল্লি যেতে পারেননি। পরিবারের আবেদন মেনে গত সোমবার ইডি আধিকারিকেরা মুকুলের কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ঘটনাচক্রে, তার পরেই অরূপকে তলব করা হল। তবে ইডি সূত্রে খবর, মন্ত্রী নয়, তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসাবেই অরূপকে তলব করা হয়েছে। তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করতেই এই তলব। ২০১৪ সালের ভোটের প্রচারে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে অরূপের কাছে জানতে চাওয়া হতে পারে বলেই ওই সূত্রটির দাবি। বিষয়টি নিয়ে অরূপ প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের বক্তব্য তিনি ইডিকে জানিয়েছেন চিঠি দিয়ে।

অরূপের তলব নিয়ে বিজেপিকে বিঁধেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করছে বিজেপি।' তাঁর প্রশ্ন, 'মিঠুন চক্রবর্তীকে কেন ধরা হবে না অ্যালকেমিস্ট মামলায়?' তৃণমূলের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'আইনকে আইনের পথে চলতে দেওয়া উচিত। কোনও বক্তব্য থাকলে আদালতে যেতে পারে তারা।'

অ্যালকেমিস্ট মামলায় আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ কেডি সিং। ইডি সূত্রে খবর, তাঁরই সংস্থা ছিল 'অ্যালকেমিস্ট ইনফ্রা রিয়্যালটি'। সেই সংস্থার বিরুদ্ধে লগ্নিকারীদের কাছ থেকে বেআইনি ভাবে টাকা তোলার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। ইডি ২০১৬ সালে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। অভিযোগ ছিল, সেবি-র অনুমতি ছাড়াই ওই সংস্থাটি লগ্নিকারীদের কাছ থেকে ১ হাজার ৯১৬ কোটি টাকা তুলেছে। তদন্তে নেমে ২০১৯ সালে কেডি-র কুফরির রিসর্ট, চণ্ডীগড়ের শো-রুম, হরিয়ানার পঞ্চকুলার সম্পত্তি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-সহ ২৩৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ইডি।

শর্তাপেক্ষে শুভেন্দুকে সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের শুভেন্দু অধিকারীকে সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একইসঙ্গে একই অনুমতি দেওয়া হল আরও এক বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকেও। কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে খবর, জেলিয়াখালি গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত হালদারপাড়ায় যাওয়ার অনুমতি বুধবার দেন বিচারপতি কৌশিক চন্দের বেঞ্চ। আদালত সূত্রে এও খবর, সোমবার সন্দেশখালি যেতে চেয়ে মামলা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। তারই প্রেক্ষিতে সোমবার আদালত প্রশ্ন করেছিল, সোমবারই কেন তিনি যেতে চাইছেন। এরপরই বুধবার শুনানির দিন ঠিক হয়। এরপর এদিন এই শুনানির পর আদালতের নির্দেশ বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি যেতে পারেন তিনি। একইসঙ্গে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি জারি করা নতুন ১৪৪ ধারার যে বিজ্ঞপ্তি রয়েছে তার উপরও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। তবে হাইকোর্ট এদিন পাশাপাশি এও জানিয়েছে, আগের সমস্ত বিধিনিষেধ বহাল থাকবে। শুভেন্দুকেও আগের মতই পুলিশের কাছে অঙ্গীকারপত্র দিতে হবে।

এদিকে রাজ্যের বক্তব্য, শুভেন্দু অধিকারী যেদিন সন্দেশখালি গিয়েছিলেন, সেদিন সেখানে অনেক লোকের জমায়েত হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে বিজেপির স্থানীয় নেতারাও ছিলেন। পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশ্য করে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয় বলেও এদিন আদালতে জানানো হয় রাজ্যের তরফ থেকে। এরই পাশাপাশি রাজ্যের তরফ থেকে এদিন এও জানানো হয়, 'একজন আইপিএসকে মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা এফআইআর করতে চেয়ে মামলা করছি। ইতিমধ্যেই বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।' পাল্টা শুভেন্দুর আইনজীবী বলেন, 'আমরা রাজ্যের এই অভিযোগের বিরোধিতা করছি।' এই প্রসঙ্গে বিচারপতি কৌশিক চন্দ জানান, 'রাজনৈতিক ব্যক্তিরা গেলে এলাকার মানুষ তো আসবেনই।' একইসঙ্গে যেখানে শুভেন্দু অধিকারী যেতে চান, অর্থাৎ জেলিয়াখালি গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত হালদারপাড়া, সেখানে কোনও গোলমাল হয়েছে কি না তার রিপোর্ট দেখতে চান। এরই প্রত্যুত্তরে রাজ্য জানায়, যেখান থেকে অজিত মাইতি গ্রেপ্তার হয়েছে সেই ঝুপখালি থেকে এই এলাকাগুলি কাছেই। তাছাড়া জেলিয়াখালিতে গত ৯ ফেব্রুয়ারি গোলমাল হয়েছে। এরপরই বিচারপতির মন্তব্য, এরপর থেকে আর কোনও গণ্ডগোলের অভিযোগ জেলিয়াখালিতে নেই। এদিকে রাজ্যের তরফ থেকেও জানানো হয়, জেলিয়াখালিতে পুলিশ পিকেট আছে। এরপর উভয়পক্ষের সওয়াল জবাব শেষে আদালত শুভেন্দুকে সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি দেয়।

বাঁকুড়ার সভা থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের একবার তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলাসফরে বাঁকুড়ায় বুধবার হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভায় বক্তব্য রাখার সময় বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা। পাশাপাশি তৃণমূল সরকার গবির মানুষের জন্য কী কী করেছে তা বলেছেন। এবং সেই কাজে কেন্দ্রের বাধার অভিযোগও তুলেছেন। সন্দেশখালির নাম না দিলেও সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের সঙ্গে কোনও জায়গার তুলনা হয় না বলেও জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'বিজেপি বলে বেড়ায় আমি দিচ্ছি তুমি কি দিচ্ছ? নির্বাচন এলে উজালা। নির্বাচনের পরে ওটা হাজোলা, বিজোলা। ভোটের আগে ব্যাংকে ১৫ লক্ষ টাকা। এক হাজার টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল। নির্বাচন এলে গ্যাসের দাম ২০০ টাকা কমিয়ে দেয়। নির্বাচন পেরোলে ৪০০ টাকা বাড়িয়ে দেয়। কেরোসিনের দামও বাড়িয়ে দিয়েছে। একশো দিনের কাজের টাকা দেয় না। তারা গরিব লোক। পোর্টাল সেন্ট্রাল গর্ভমেন্টের। পোর্টাল আমাদের ছিল না। তাই কত মানুষ টাকা পায়নি তা জানা ছিল না। আসলে টাকা না পাওয়া লোকের সংখ্যা ২১ লাখ নয় ৬৯ লাখ। খাটিয়ে নিয়ে পয়সা দেয়নি। তাঁদের বঞ্চিত করেছে।'

সন্দেশখালিতে 'খালিস্তানি' মন্তব্য নিয়ে বলতে শোনা গিয়েছে এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি বলেন, ' পাগড়ি দেখলেই এখন বলছে খালিস্তানি। মুসলমান নাম দেখলেই বলছে পাকিস্তানি।' বিজেপির বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, 'নারীশিক্ষা, কোথায় গেল বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও। আমাদের কন্যাশ্রী সারা পৃথিবী জয় করেছে। আমাদের দেখে লক্ষ্মীর ভান্ডার করছে। তাও পরিবারের এক জন। আমরা সবাইকে দিই। পরিযায়ীদের জন্য স্বাস্থ্যসাথী। মৎস্যজীবীদের পাঁচ হাজার টাকা করে বছরে ২ মাস।' মমতা বলেন, 'আগের বার বিজেপি দুটি সিটে জিতেছিল বাঁকুড়ায়। জেতার পর আর এসেছে? কিছু দিয়েছে? নির্বাচনের সময় আবার আসবে। এবার এলে গ্যাস বেলুন ফুটো করে দিতে হবে। আমরা ভিক্ষে চাই না। মানুষের অধিকার চাই। বাংলার ছেলে মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে খাবে।' তিনি বলেন, 'আদিবাসীদের ধর্মের একটা কোড আছে। আপনি আপনার নিয়ম মতো বিয়ে করেন। হিন্দু, মুসলিম দের আলাদা কোড আছে। এখন বলছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড করতে হবে। কে কোন পোষাক পরবে, কী খাবে তা ওরা ঠিক করে দেবে? '

ঝাড়গ্রামে পৌঁছেই লোধাদের কথা শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

ঝাড়গ্রাম ● চিত্ত মাহাতো

প্রশাসনিক সভায় যোগ দিতে বাঁকুড়া থেকে ঝাড়গ্রামে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়া থেকে হেলিকপ্টারে করে এদিন ঝাড়গ্রামে পৌঁছন। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের পাশে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামার পর মুখ্যমন্ত্রীকে বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা জানান রাজবাড়ি সংলগ্ন এলাকার লোধা গোষ্ঠীর মহিলারা। বিশেষ করে পানীয় জলের সমস্যার কথা জানানো হলে মুখ্যমন্ত্রী তাদের আশ্বস্ত করেন। হেলিপ্যাড থেকে গাড়ি করে রাজবাড়ি টুরিস্ট কমপ্লেক্সে যাওয়ার সময় উচ্ছেদ হওয়া দোকানদাররা কলেজ মোড়ের কাছে মুখ্যমন্ত্রীকে তাদের সমস্যার কথা জানান। কলেজ মোড় থেকে পাঁচমাথা মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে ফুটপাথের ওপর যারা ব্যবসা করতেন তাদের কয়েক মাস আগে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছিল। তারাই রাজবাড়িতে যাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে পুনর্বাসনের দাবিতে চিৎকার করতে থাকেন। সেই আওয়াজ শুনে দাঁড়িয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। তাদের সমস্যার কথা শোনেন। বুধবার রাজবাড়ি টুরিস্ট কমপ্লেক্সে রাত কাটাবেন তিনি। বৃহস্পতিবার বেলা একটার সময় ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে প্রশাসনিক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সভা থেকে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ২৩৪টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। বিভিন্ন উপভোক্তাদের দেবেন সংশাপত্র।

তুতিকোরিনে ১৭ হাজার কোটির প্রকল্প উদ্বোধন মোদির

তুতিকোরিন, ২৮ ফেব্রুয়ারি: বুধবার তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে ১৭ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়াল। এদিন ভিও চিদাম্বরানার বন্দর থেকে মোট ৩৬টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এদিন মোদি। জলপথ ও বন্দর মন্ত্রক, সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রক এবং রেলওয়ে মন্ত্রকের তরফে যৌথভাবে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তামিলনাড়ুজুড়ে পরিবহণ ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নে এবং জলপথ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এই প্রকল্পগুলোর উদ্বোধন করা হয়েছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ভাষণে এই প্রকল্পগুলো উন্নয়নের সঙ্গে দেশের উন্নয়নের যোগসূত্র রয়েছে বলে উল্লেখ করেন মোদি। এই ধরনের উদ্যোগে 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে তাও ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এই প্রকল্পগুলো উন্নত ভারতের রোডম্যাপ তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

গুজরাতে বাজেয়াপ্ত ২২০০০ কোটির মাদক!

আমদাবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি: গুজরাতের পোরবন্দরের কাছে একটি জাহাজ থেকে উদ্ধার হল প্রায় সাড়ে তিন হাজার কেজির মাদক! যৌথ অভিযান চালিয়ে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) মঙ্গলবার ওই জাহাজটিকে আটক করে। জাহাজের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ মাদক। যার আনুমানিক মূল্য ২২ হাজার কোটি টাকা। মাদক পাচারের অভিযোগে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা সকলে পাকিস্তানের নাগরিক বলে ভারতীয় নৌসেনা সূত্রে খবর। কী উদ্দেশ্যে এবং কোথায় ওই মাদক পাচার করা হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ওই জাহাজটি থেকে ৩০৮৯ কেজির বেশি চরস, ১৫৮ কেজি মেথামফেটামাইন এবং ২৫ কেজি মরফিন উদ্ধার হয়েছে। সরকারি আধিকারিকেরা বাজেয়াপ্ত করা মাদকের মোট মূল্য নির্দিষ্ট করতে না পারলেও, সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে এক কেজি চরসের দাম ৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ, ওই জাহাজ থেকে শুধু চরসই উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার। গুজরাতের 'অ্যান্টি-টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস)'-এর এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সীমারেখার কাছে আরব সাগরে এই অভিযান চালানো হয়েছিল। ভারতীয় সেনার নজরদারি একটি বিমান পোরবন্দরের কাছে ওই পালতোলা জাহাজটি দেখতে পায়। সেই জাহাজের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হওয়ায় যৌথ অভিযান নামে নৌসেনা এবং এনসিবি। ভারতীয় নৌবাহিনী একটি বিবৃতিতে বলেছে, 'এনসিবি এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে ওই ছোট জাহাজ থেকে মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৭৮৭ নং এফিডেভিট বলে Madhusudan Kolay S/o. Bijay Krishna Kolay ও Madhu Sudan Koley S/o. Bijay Krishna Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৪৯১ নং এফিডেভিট বলে Sunil Kumar Singh S/o. Ramji Singh ও Sunil Kr. Singh S/o. S. R. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮২ নং এফিডেভিট বলে Shovon Mandal S/o. Mrinal Kanti Mandal ও Shobhan Mondal S/o. M. K. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি খোকন হরিজন ২৬-২-২৪ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে খোকন হরিজন পিতা-ভুলু হরিজন ও সুধীর দাস পিতা-ভুলু দাস ও Sudhir Das S/o. Vhulu Das. সকলে একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৫৬ নং এফিডেভিট বলে Nirmal Chandra Das S/o. Gopal Chandra Das ও Nirmal Das S/o. G. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ২৫ নং এফিডেভিট বলে Ashis Mallick S/o. Narayan Chandra Mallick ও Ashish Mallick S/o. N. Ch. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ২৪ নং এফিডেভিট বলে Asto Maiti S/o. Gopal Maiti ও Asto Kr. Maity S/o. G. Ch. Maity সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শিয়ালদহ, কোর্টে ১৩২১ নং এফিডেভিট বলে Arnab Chowdhury S/o. Sudhi Ranjan Chowdhury ও Arnab Choudhuri S/o. Sudhi Ranjan Choudhuri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

PUBLIC NOTICE

My Client **PRASUN CHAKRABORTY** (Mb No. 9674982403) S/o late Narayan Chandra Chakraborty, by faith-Hindu, by Nationality-Indian, by Occupation-Business, residing at 24/110,1 No. Motilal Colony, P.O and P.S – Dumdum, Dist. – North 24 Parganas, Kol-700028 have executed declaration dated 03.01.2024 vide SL No. 108/24 from a Notary Public of India regrading previously **made adoption of a child name SHRABANI CHAKRABORTY from her natural mother name Jhuma Chakraborty (Ghosh)** after getting divorce through a deed of **adoption dated 6th May 2009 vide SL No.16 from a notary Public of W.B** but having no knowledge to make paper publication at that time.
Any person having any right, title or interest in such adoption or having any objection for such adoption may contact me or my client with relevant document within 15 Days from the date of publication of this notice and after 15 days no subsequent objection or claim whatsoever shall be entertained.

JAYJIT BASU
Advocate
BARASAT JUDGE'S COURT
KOLKATA -700124

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে ফেব্রুয়ারি, ১৬ ই ফাল্গুন ।বৃহস্পতিবার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে তুলারাশি। অষ্টত্তরী বুধের মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ শুভ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত। কর্মের আবেদন যারা করেছেন, তাদের নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। যারা যন্ত্রাংশের ব্যবসা করেন, তাদের সফলতার ইঙ্গিত। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদেরও নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল জলভ্রমন বাদ দিয়ে ছোট ভ্রমণে যান। শান্তি বজায় থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে শ্রী শ্রী মহাদেবের ধ্যান করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : অতীব শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজকের গ্রহ অবস্থান বলছে নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে। পরিবারের সদস্যরা আপনাকে সম্মান প্রদান করবে। গৃহ সংসারের সম্মান বজায় থাকবে। দাম্পত্য সুখ শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর আসতে পারে। অল্প পরিচিত কোনো বন্ধু দ্বারা শুভ বৃদ্ধি। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় যারা কাজ করেন, তাদেরও শুভ সৌভাগ্য যোগ বর্ধিত হবে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের কথা শুনে চললে শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে নিজের নাম গোত্র বলুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজকের দিনটি খুব শান্তিপূর্ণ নয়। ব্যবসায়িক কথা গোপন কথা প্রকাশ্য আসার কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারের অশান্তির কালো মেঘ থাকবে, যার কাজটি করে দেওয়ার ছিল তিনি কাজটি করে না করে দেওয়ার জন্য সম্মানহানি যোগ। বিশেষত আজকের দিন যানবাহন বিষয়ে অশুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালান হরহর মহাদেব বলুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে বন্ধু আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে আবার নিজের প্রয়োজনেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। গৃহবধূদের জন্য শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা বিদ্যা চর্চা করেন তাদের জন্য শুভ। শিক্ষক অধ্যাপকদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : অতীব শুভ দিন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার দিন। আজ আপনি জয়ের হাসি হাসতে পারবেন। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত আজ বিফলে যাবে। একজন প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। এনজিওতে যারা কাজ করেন, তাদের জন্য শুভ। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গনেশে র ১০৮ দুর্বার মালা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ব্যবসায়ের নতুন সুযোগ বৃদ্ধি র পথ দেখা যাবে। যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের জন্য নতুন কোন সুযোগ আসছে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য শুভ বিবাহের বিষয়ে যে কথাটা আটকে ছিল আজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাল প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধিমত চলুন শুভ হবে। বাস্তু জমি বাড়ির যারা ব্যবসা করেন তাদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে, মহাকালীর ধ্যানে বসুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ গ্রহ যোগ অতীব শুভ। পরিবারের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্য নিয়ে যে বিভ্রাট ছিল, সমস্যা ছিল তা আজ মিটে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন তাদের জন্য শুভ। শিল্পী কলাকৌশলী বিশেষত ক্যামেরাম্যান যারা তাদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, মাথা ঠান্ডা রেখে, প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধি নিলে আজ আপনার জয় হবেই। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে কোন নতুন দায়িত্ব দিতে পারে। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদেরও শুভ দিন। বাস্তু ফ্ল্যাট জমি বিষয়ে যে উৎকণ্ঠা ছিল তা মিটে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমো শিবায় বলুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ শুভ দিন। পিতৃমাতৃ আশীর্বাদ নিয়ে নতুন কোন কাজ শুরু করার দিন। সেবামূলক কর্মে যারা আছেন, এনজিও তে যারা কাজ করেন, তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য প্রদান হবে। প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন, তাদের শুভ। বেসরকারি বেতন ভোগী কর্মচারীদের জন্য শুভ। সৌভাগ্য যোগ। যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য। বিদ্যার্থী দের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বেলে, ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ জ্ঞান বর্ধক দিন। নতুন করে কিছু জানার দিন। পুরাতন বান্ধব পুরাতন কোন সম্পর্ক আজ দীনতার সাথে নতুন করে সঙ্গী হবে। যারা কেমিক্যাল এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, তাদের জন্য শুভ। শিল্পী কলাকৌশলী যারা তাদের জন্য শুভ দিন। তবে সতর্ক থাকতে হবে, কোন ছলনাময়ী নারীর কারণে পরিবারে বাদ বিতান্ডার সৃষ্টি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমঃ শিবায় বলুন ভালো হবে।

কুম্ভ রাশি : অতীব সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাতে হবে। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থাকবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আজকে আপনাকে কোন ভুল হওয়ার জন্য ডেকে পাঠাতে পারে। পরিবারে বিতর্ক দানা বাঁধবে। অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। ধৈর্য ধরতে হবে অন্যের কথা বেশি শুনলে আজ শুভ আজ নারিকেল সহ ভগবান গনেশের উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন শুভ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা যারা ইনস্টিটিউট বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাজ করেন তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা পরামর্শদাতা তাদের জন্য শুভ আর্থিক দিন। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। হর হর মহাদেব বলে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় হলুদ রঙের তিলক কপালে দিন শুভ হবে।

(আজ ওঁকার পঞ্চমী।
গুরু শ্রী শ্রী শীতারাম দাস ওঁকার নাথ ঠাকুরের শুভ ভুমিষ্ঠ তিথি)

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৩৬০ নং এফিডেভিট বলে Sk Noor Islam S/o. Sk. Khokan ও Shekh Noor Islam S/o. Shekh Khokan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১০৩৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Prabir Santra S/o. Jotin Santra ঘোষণা করিয়াছি যে আমার পিতা Jotin Santra (যতীন সাঁতরা) S/o. Nilmoni Santra (নীলমনি সাঁতরা) & Jotin Malik (যতীন মালিক) S/o. Nilmoni Malik (নীলমনি মালিক) উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৪৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Manoj Kr. Singh (old name) S/o. Harishankar Singh R/o. Vivekananda Pally, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Manoj Kumar Singh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Manoj Kr. Singh & Manoj Kumar Singh S/o. Harishankar Singh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Mayank Kumar Singh.

নাম-পদবী

আমি আমানুর সেখ ২৩-২-২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা-আব্দুল জলিল সেখ ও আব্দুল সেখ একই ব্যক্তি পিতার আসল নাম আব্দুল জলিল সেখ।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Civil Judge Senior Division, Kharagpur
Title Suit No. 289 / 2022

শ্রী বিষ্ণুপদ দুয়া ...বাদী
- বনাম -
সৌমেন রানা ...বিবাদী

এতদ্বারা জানানো যায় যে, শ্রী বিষ্ণুপদ দুয়া, পিতা-ঁ যোগেশ চন্দ্র দুয়া, সাং- বাগডিহা শোল, পোঃ- কুশগেড়্যা, থানা- কেশিয়াড়ী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর বাদী হইয়া সৌমেন রানা, পিতা- নারায়ণ রানা, সাং- বাগডিহা শোল, পোঃ- কুশগেড়্যা, থানা- কেশিয়াড়ী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর বিরুদ্ধে সীমা চিহ্নিত বিভাগ বণ্টনাদির দাবীতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। এতদ বিষয়ে আপনার/কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আপনি স্বয়ং আগামী ১৬-০৩-২০২৪ তারিখে অত্র আদালতে হাজির হইয়া যথাযথ তদ্বিরাদী লইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Schedule

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Keshiary, Mouza Amgeria, J.L. no. 11, Plot no. 430 Khatian no. 244 area 0.10 ac.

অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র।
Sheristadar
Civil Judge (Sr. Divn.)
Kharagpur, Paschim Medinipur, 27-02-2024.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নির্বাচন কমিশনকে ভোটার শিক্ষা ও প্রচারে সহায়তা করবে ব্যাংক এবং ডাকঘর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই লোকসভা নির্বাচন। ৩ মার্চ রাজ্যে আসতে চলেছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। এই পরিস্থিতিতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিতে চলেছে ব্যাংক এবং ডাকঘরগুলি। নির্বাচন কমিশনের তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে ভোটার শিক্ষা এবং প্রচারে কমিশনকে সাহায্য করবে ব্যাংক এবং ডাকঘরগুলি। সারা দেশে ১.৬ লক্ষ ব্যাংকের শাখা, ২ লক্ষ এটিএম এবং ১.৫৫ লক্ষ ডাকঘরের সহায়তায় বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে কমিশনের বার্তা।

এধরনের উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে প্রথমবার নেওয়া হয়েছে। সোমবার এই উদ্দেশ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) ইন্ডিয়ান ব্যাংকস অ্যাসোসিয়েশন (আইবিএ) এবং ডাক বিভাগ (ডিওপি)-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশে নির্বাচনী সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নেওয়া একটি পদক্ষেপ। নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি স্কুল ও কলেজের শিক্ষাক্রমের সাথে নির্বাচনী স্বাক্ষরতা আনুষ্ঠানিকভাবে একীভূত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গেও একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েলের উপস্থিতিতে এই মউ স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডাক বিভাগের সচিব এস ভিনীত পান্ডে, প্রধান নির্বাহী, আইবিএ সুনীল মেহতা এবং অন্যান্য ডাক বিভাগ, আইবিএ এবং নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা।

আনন্দপুরে পুড়ে যাওয়া বস্তিবাসীদের পাশে সাহায্য নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আকস্মিক এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন আনন্দপুর বস্তির একাংশ। গত রবিবার কমপক্ষে ৫০টি'র বেশি ঝুপড়ি ঘর ও দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসীদের ঠাঁই হয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্পে। এবার তাদের সহযোগিতার জন্য আর্থিক সহ নানা সাহায্য নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজের উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হল কম্বল, চাদর, কাপড়, থালা, বাসন, হাঁড়ি, শুকনো খাবার ও নগদ টাকা। ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী আত্মজ্ঞানন্দ, স্বামী সত্যমিত্রানন্দ, স্বামী ভেঙ্কোটাসানন্দ, স্বামী মহাদেবানন্দ এবং দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ ও কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়। মালা রায় বলেন, বস্তিবাসীদের সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি পুরসভার উদ্যোগে দ্রুত তাদের নতুন বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য পুলিশে স্পোর্টস কোটায় নিয়োগে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাম আমলের মাঝামাঝি সময়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজ্য পুলিশে স্পোর্টস কোটায় নিয়োগ। ফলে খেলোয়াড়ের অভাবে বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্টে অংশ নেওয়া কমতে থাকে। বর্তমানে অধিকাংশই ইভেন্টে রাজ্য পুলিশে খেলোয়াড়ের সংখ্যা শূন্যে নেমে এসেছে। এই সমস্যা থেকে স্থায়ী সমাধান বাতলে দিতে এবার উদ্যোগী রাজ্য প্রশাসন। সূত্রের খবর, মোট নিয়োগের ২ শতাংশ স্পোর্টস কোটা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। জানা গিয়েছে, দ্রুত জারি হবে এই সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা।

একটা সময়ে প্রতিবছর পুলিশ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবল, ভলিবল, হকি, বক্সিং-সহ বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্টে অংশ নিত বাংলার পুলিশ। কিন্তু বর্তমানে সেই সংখ্যাটা নেই বললেই চলে। তাই স্পোর্টস কোটায় আলাদা নিয়োগ চেয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে নবান্নে। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এর ফলে ভালো সংখ্যক বেকার যুবক-যুবতীর চাকরি হবে। সেই সঙ্গে প্রতিভাবান খেলোয়াড়ও তুলে আনা যাবে। ভবিষ্যতে জাতীয় স্তরের সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়ও বাংলার প্রতিনিধিত্ব বাড়বে। এতে বৃদ্ধি পাবে রাজ্যের সুনাম। খবর মিলেছে, এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন নবান্নের কর্তারা। তবে নির্দেশিকা জারির পরেই জানা যাবে কীভাবে শুরু হবে এই সংক্রান্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া।

পুলিশ কর্মীদের শারীরিক-মানসিক সুস্থতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে সর্বপ্রথম চালু হল পুলিশ কর্মীদের জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা শিবির। বুধবার প্রথম শিবিরের সূচনা হল ব্যারাকপুর জহরকুঞ্জে। উক্ত শিবিরের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়ার সহধর্মিনী কৃত্তিকা রাজোরিয়া। এদিন মূলত, ব্যারাকপুর থানার পুলিশ কর্মীদের প্রাণায়াম, যোগা-সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যায়ামের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে পুলিশ কমিশনারেটের প্রতিটি থানায় এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হবে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) সোনাবাণী কুলদীপ সুরেশ, ডিসি (হেড কোয়ার্টার) অতুল বিশ্বনাথন, এসিপি মহম্মদ বদিউদ জামান। এদিনের শিবিরে উপস্থিত পুলিশ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিলেন 'হেলদি ইন্ডিয়ার' শরৎ বিশ্বাস ও জয়ন্ত পাল। এদিন ডিসি (হেডকোয়ার্টার) অতুল বিশ্বনাথন বলেন, পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে এই ধরনের শিবির শুরু করা হল।

আজ ওঙ্কার পঞ্চমী

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার পুণ্যতীর্থ হালিশহর নবনগরে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের ১৩৩তম আবির্ভাব উৎসব। আজ সন্ধ্যায় নামযজ্ঞের উদ্বোধন করবেন শ্রীমৎ স্বামী বীরশানন্দ সরস্বতী মহারাজ। নিগমানন্দ আশ্রমের মঠাধীশ। শুক্রবার ভোর থেকে তিনদিনব্যাপী নামসংকীর্তন শুরু হচ্ছে সমাপ্ত হবে রবিবার সকালে। নগর সংকীর্তন, ঠাকুরের বাণী পাঠ, অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সর্বাধীশ বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজ কর্তৃক দীক্ষাদান, ওঙ্কারনাথ মিশনের সভাপতি প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়কে গুণীজন সংবর্ধনা। উপস্থিত থাকবেন বিচারপতি শ্যামল কুমার গুপ্ত, ঠাকুর কথায় উত্তম দে প্রমুখ। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় বক্তব্য রাখবেন, কালীমাতা আশ্রম চুঁচুড়া নিত্যবোধ মহারাজ, মঠাধীশ ত্রিবেণী রামানুজ মঠ এর ত্রিদণ্ডী স্বামী গৌর রামানুজ মহারাজ প্রমুখ।

সন্দেশখালিকাণ্ড-এর বিরুদ্ধে ধর্মতলায় গান্ধি মূর্তির কাছে বিজেপির বিক্ষোভ অবস্থান মঞ্চে শুভেন্দু অধিকারী, রাহুল সিংহ, তমঘ্ন ঘোষ, শিশির বাজরিয়া, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, ভোলা প্রসাদ সোনকর ও অন্যান্যরা।

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পোস্টার, ব্যানার খুলতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদর্শ আচরণবিধি চালুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুরসভা এলাকা থেকে পোস্টার, ব্যানার খুলে ফেলতে হবে। এই কাজে সাহায্য করবে কলকাতা পুরসভা। কলকাতা-সহ দুই ২৪ পরগনার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে জানাল রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিস। বুধবার ওই তিন জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে একটি সমন্বয় বৈঠক হয়। সেখানেই বলা হয়, আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করে শহরজুড়ে লাগানো এমন সব পোস্টার খুলে ফেলতে হবে।

কমিশন সূত্রে খবর, অন্য জেলার ক্ষেত্রেও জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কলকাতার ক্ষেত্রে পুরসভায় ওই কাজ করে থাকে। তাই আলাদা করে তাদের সঙ্গে বৈঠক করে জানিয়ে দেওয়া হল।

ইছাপুর পূর্বাশা পাড়ায় ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার সাতসকালে ইডির হানা নোয়াপাড়া থানার উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইছাপুর পূর্বাশা এলাকায় 'ভগত' বাড়িতে। যদিও কি কারণে ভগত বাড়িতে ইডি হানা দিয়েছে, তা নিয়ে অন্ধকারে প্রতিবেশীরা। জানা গিয়েছে, দ্বিতল বাড়ির নিচের তলায় থাকেন পেশায় উবের চালক রাজু ভগত। স্ত্রী ও ছোট্ট এক কন্যাকে নিয়ে তিনি থাকেন। ওপরতলায় থাকেন তাঁর ভাই। সূত্র বলছে, উত্তর প্রদেশের একটি অনলাইন গেমিং এ্যাপসের আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্ত করতে ইডির অভিযান ভগত বাড়িতে। সূত্র আরও বলছে, ওই গেমিং অ্যাপস সংস্থার সল্টলেক অফিসের ম্যানেজার রাজুর স্ত্রী সর্বানী ভগত। পড়শি জগবন্ধু দাস জানান, রাজু উবের চালায়। আর ওর স্ত্রী সর্বানী সল্টলেকে কোনও বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। কিন্তু কি কারণে ইডির তল্লাশি অভিযান, তা বলতে পারব না। জগবন্ধু বাবু আরও বলেন, দু'তিন মাস আগে দু'জন ব্যক্তি রাজু ভগতের বাড়ির খোঁজ করতে এসেছিলেন। কিন্তু ওনারা বাড়িটা দেখে চলে গিয়েছিলেন।

ইস্টার্ন রেলওয়ে শিয়ালদা ডিভিশন পরিদর্শনে সংসদ সদস্য ও পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যান অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ কে দেউস্কর।

১৩ জন রাজনৈতিক বন্দির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ, প্রতিবাদে এপিডিআর

রূপম চট্টোপাধ্যায়

জেলে ১৪ বছর বন্দি থাকার পর এবার আদেশ হল একসঙ্গে ১৩ জন রাজনৈতিক বন্দির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের। প্রতিবাদে আজ ২৯ তারিখ বিকেল ৩টের সময় কলেজ স্ট্রিটে প্রতিবাদ সভার ডাক দিয়েছে দেশের অন্যতম প্রাচীন মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে তারপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ একটি নজিরবিহীন ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর জানিয়েছেন, এই রায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নতুন ইতিহাস তৈরি করল। একসঙ্গে ১৩ জন রাজনৈতিক বন্দিকে যাবজ্জীবন জেলে রাখার নিদান দিল মেদিনীপুর আদালত। এঁদের মধ্যে আছেন কল্পনা মাইতি, ঠাকুরমণি হেমব্রম।

শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে হামলার ঘটনা ঘটে ২০১০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। সেই মামলার রায় বেরলো ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪। একাংশের সাজা শোনালো বুধবার। ১৪ বছর পর। অভিযোগ, ওই দিন মাওবাদীরা শিলদায় ইএফআর ক্যাম্প আক্রমণ করে বেশ কয়েকজন জওয়ানকে হত্যা করে অস্ত্র লুঠ করেছিল। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিল। মেদিনীপুর আদালত অভিযুক্ত ২৩ জনের সবাইকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল। বুধবার ১৩ জনকে যাবজ্জীবন সাজা দিল। বাকি ১০ জনের সাজা ঘোষণা হবে আজ বৃহস্পতিবার। সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন জামিনে থাকা অর্ণব দাম, বুদ্ধদেব মাহাতো, প্রশান্ত পাত্র সহ বাকিরা। এপিডিআর, এই রায়ে তীব্র আপত্তি জানিয়ে সকল বন্দিদের মুক্তির দাবিতে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে, বন্দিদের পরিবার চাইলে আইনি লড়াইয়েও তাঁদের পাশে থাকবে এপিডিআর।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৬ ফাল্গুন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

কংগ্রেস ছাড়লেন আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী

২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবেন, বললেন কৌস্তভ বাগচী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : লোকসভা নির্বাচনের আগে অস্বস্তিতে বঙ্গ কংগ্রেস। অবশেষে কংগ্রেস ছাড়লেন আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। তবে অনেকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। অবশেষে সেই জল্পনার অবসান ঘটল। বুধবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খ াড়গে ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে ই-মেল মারফত নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন কৌস্তভ। 'হাত' ছাড়ার কারণ হিসেবে তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, আত্মসম্মান খুইয়ে তিনি কংগ্রেসে থাকতে চান না। এদিন বিকেলে ব্যারাকপুরের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে কৌস্তভ জানিয়ে দেন, জীবনে তিনি লুকিয়ে চুরিয়ে কিছুই করেননি। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তার পরবর্তী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তিনি ঘোষণা করবেন। এদিন কৌস্তভ বলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ২০ বছরের সম্পর্ক। একপ্রকার বাধ্য হয়েই তিনি সেই সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। কৌস্তভ সাফ জানিয়েছেন, নিজের বর্তমান সিদ্ধান্ত থেকে তিনি আর পিছু হটবেন না। কংগ্রেস ত্যাগ করতেই দলের কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে দল ভাঙার অভিযোগ করছেন। এ প্রসঙ্গে কৌস্তভের সাফ জবাব, অনুগামীদের কাউকেই তাঁর সঙ্গে আসার জন্য তিনি অনুরোধ করবেন না। যদি কেউ স্বেচ্ছায় আসেন তাহলে তাঁকে স্বাগত জানাবেন। কংগ্রেস নেতৃত্বকে তুলোধনা করে

কৌস্তভ বলেন, রাজ্যে বগটুই কিংবা সন্দেশখালির মতো ঘটনা ঘটল। অথচ একবারের জন্য কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় টিম বাংলায় এসে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ খুলল না। রাহুল গান্ধি কিংবা সোনিয়া গান্ধি টুইট করলেন না। কিন্তু বিজেপির কেন্দ্রীয় টিম এসেছেন। এমনকী সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত টুইট করেছেন। আর কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদারের প্রশংসা করে কৌস্তভ বলেন, এঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। এঁরা তো বিরোধী রাজনীতির মুখ।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে কৌস্তভের বাড়ির গৌরী গণেশ পুজোয় এসেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে দুজনকে একান্তে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। তাহলে লোকসভা নির্বাচনের আগেই কি গেরুয়া শিবিরে যোগ দিচ্ছেন কৌস্তভ, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচন একেবারেই দোরগোড়ায়। এর আগে ফের ভুয়ো ভোটারের ইস্যুতে সরব হতে দেখা গেল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। সূত্রে খবর, ভোটার তালিকায় ভুয়ো নামের ইস্যুতে ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসে চিঠিও পাঠিয়েছেন শুভেন্দু। চিঠিতে বিরোধী দলনেতার দাবি, ভোটার তালিকায় মোট ১৬ লাখ ৯১ হাজার ১৩২টি ডুপ্লিকেট নাম রয়েছে। নাম, আত্মীয়ের নাম ও বয়স মূলত এই তিনটি ফিল্ড সেখানে মিলে যাচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, ১১ হাজারেরও বেশি ডুপ্লিকেট নামের ক্ষেত্রে এপিক-ও মিলে যাচ্ছে বলে দাবি বিরোধী দলনেতার। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসে পাঠানো ওই চিঠির সঙ্গে ডুপ্লিকেট ভোটারদের নামের তালিকাও শুভেন্দু জমা দিয়েছেন। ১৪ হাজার ২৬৭ পাতার ওই তালিকার সঙ্গে একটি পেনড্রাইভও জমা দিয়েছেন তিনি। যেখানে রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা কেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে বলে দাবি বিধানসভার বিরোধী দলনেতার।

চিঠিতে শুভেন্দু অধিকারী এও উল্লেখ করে লিখেছেন, এর আগেও বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার আলোচনা হয়েছিল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে। গত ২ ফেব্রুয়ারিও একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছিল। চিঠিতে শুভেন্দু এও জানান, বৈঠকের পর তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন তালিকা থেকে ভুয়ো বা ডুপ্লিকেট নামের বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু এখ নও পর্যন্ত ওই ডুপ্লিকেট নামগুলি বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ হয়নি বলেই অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর।

এমনই এক প্রেক্ষিতে এবার ১৪ হাজার ২৬৭ পাতার তালিকা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসে জমা দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। এত প্রযুক্তিগত সুবিধা থাকার পরও কেন এখনও বিষয়টি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসের নজরে এল না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে দেখা গেল বিরোধী দলনেতাকে।

লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের জার্সিবদল কালিয়াগঞ্জের বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের জার্সিবদল কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়ের। একুশে তিনি লড়েছিলেন পদ্ম প্রতীকে, জয়ীও হয়েছিলেন। এরপর ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে আসেন কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়। তাঁর আগমনে ঘাসফুলের তরফে বলা হয়েছিল, উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন দেখেই তিনি তৃণমূলে এসেছেন। এই যোগদানের আগে অবশ্য সৌমেন রায় তৃণমূলেরই সদস্য ছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর ঘরওয়াপসি একবার হয়েছে। এখন লোকসভা নির্বাচনের আগে এক ঘর থেকে ফের অন্য ঘরে তিনি। কিন্তু, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের একবার ভোলবদল। তৃণমূল ছেড়ে ফের একবার বিজেপিতে যোগ দিলেন সৌমেন রায়। প্রথমে তৃণমূলের সদস্য ছিলেন তিনি। তবে কেন আবার তাঁর গেরুয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

একুশে তৃণমূলে যোগদানের পর সৌমেন রায় বলেছিলেন, 'আমার মন পড়েছিল তৃণমূলে। দিদি উত্তরবঙ্গের জন্য লড়াই করছেন। তাঁর এই উন্নয়ন যজ্ঞে অংশ নিতেই আমি তৃণমূলে যোগদান করেছি। যে সময়টা মাঝে ছিলাম না তা আমার ভুল। দিদির উন্নয়ন যজ্ঞে মিলিত হতে পারলে কৃতার্থ হব।' কিন্তু, লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁর ফের দলবদল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে উত্তরবঙ্গের লোকসভা আসনগুলির দিকে বিশেষ নজর গেরুয়া শিবিরের। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও অপেক্ষাকৃত বেশি ভালো ফলাফল হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। সেই জায়গা থেকে সৌমেন রায়ের গেরুয়া শিবিরের যোগদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলে

২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে আসেন কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়। তাঁর আগমনে ঘাসফুলের তরফে বলা হয়েছিল, উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন দেখেই তিনি তৃণমূলে এসেছেন। এই যোগদানের আগে অবশ্য সৌমেন রায় তৃণমূলেরই সদস্য ছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর ঘরওয়াপসি একবার হয়েছে।

কান পাতলেই শোনা যায়, সৌমেন রায় একটা সময় মুকুল রায় অনুগামী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর মুকুল রায় যখন বিজেপি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন তখন বঙ্গ রাজনীতির অন্দরে রীতিমতো তোলপাড় পড়ে যায়। গেরুয়া শিবিরের নেতাদের কণ্ঠেই শোনা গিয়েছিল উলটো সুর। সেই সময় সৌমেন রায়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। যাবতীয় জল্পনাকে স্বীকৃতি দিয়ে যোগদান করেছিলেন তৃণমূলে। বুধবার ফের একবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতার হাত ধরে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন পদ্ম শিবিরে। উল্লেখ্য, বিজেপি-র হয়ে জয়ী হয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেও বিধায়ক পদ ছাড়েননি তিনি। এরপর বুধবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে দেখা যায় তাঁকে।

সৌমেন রায়ের এদিনের দলবদলের পর বুধবার বিজেপি ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই এই প্রত্যাবর্তনের কথা বলেন তিনি। যদিও শুভেন্দুর দাবি, বিষয়টিকে যাওয়া-আসা ভাবলে ভুল হবে। কারণ কালিয়াগঞ্জের বিধায়ককে ভয় দেখিয়েছিল তৃণমূল। তিনি এও দাবি করেছেন, শুধু কালিয়াগঞ্জের বিধায়ককে নয়, তাঁদের একাধিক বিধায়ককেই ভয় দেখিয়ে দলে টেনেছে শাসক শিবির। একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমোদনে সৌমেনকে আবার দলে নেওয়া হয়েছে। তার কারণ, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব, প্রধানমন্ত্রী সহ বাকিদের বিরুদ্ধে তিনি যা বলেছেন তা নিজে থেকে বলেননি। তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তৃণমূল ভয় দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এসব বলিয়েছিল। সৌমেনের মনে বিজেপি সম্পর্কে কোনও খারাপ ধারণা নেই।

এর মধ্যে দিয়ে শুভেন্দু এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন যে, এই বিষয়টিকে ঘরওয়াপসি বলা হলেও সৌমেন বিজেপির বিধায়কই ছিলেন এতদিন। তিনি বলেন, মাঝের কিছু সময়ে হয়তো সৌমেন রায় দিকভ্রষ্ট হয়ে গেছিলেন। তবে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজও তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন। তারপরই সৌমেন নিজের সিদ্ধান্ত নেন। বিরোধী দলনেতা জানান, প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি নিয়ে বিধায়কদের একটি বৈঠক আছে। তাতে যোগ দিতে তিনিই সৌমেনকে ডেকেছিলেন। বিজেপির বিধায়ক দলের ডাকেই বৈঠকে যোগ দেবেন।

এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা কাটাছেঁড়া শুরু করেছেন লোকসভা নির্বাচনের ভোটের অঙ্ককে সামনে রেখেই এই যোগদান কি না তা নিয়ে। এই ঘটনায় একাংশের ধারনা, উত্তরবঙ্গে সংগঠনের ক্ষেত্রে কোনওরকম ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ গেরুয়া শিবির। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই দলবদল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিকবিদরা।

তেলের ট্যাঙ্কার উল্টে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার কাকভোরে তেলের ট্যাঙ্কার উল্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দেখলেন মহম্মদ আলি পার্কে এলাকার বাসিন্দারা। সাত সকালেই অগ্নিকাণ্ড শহরে। যার জেরে বিপর্যস্ত যান চলাচল। সূত্রে খবর, মহম্মদ আলি পার্কের সামনে একটি তেলের ট্যাঙ্কারের সঙ্গে ধাক্কা লাগে একটি গাড়ির। এরপরই তেলের ট্যাঙ্কারটি উল্টে গিয়ে আগুন লেগে যায়। গাড়ির ভিতরেই পুরো ঝলসে যান চালক। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে উল্টো দিকের একটি বাড়ি ও দোকানের সামনের অংশ পুড়ে যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দশটি ইঞ্জিন। এর ফলে যানজন তৈরি হয় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। খবর যায় দমকলেও। আগুন নেভাতে সেখানে পৌঁছয় এক-এক করে দশটি ইঞ্জিন। দমকল ও পুলিশ আধিকারিকরা উভয় মিলে খোঁজ চালান তেলের ট্যাঙ্কারের চালকের। তবে গাড়িটি জ্বলতে থাকার কারণে প্রাথমিক ভাবে তাঁর খোঁজ পাওয়া না গেলেও পরে জানতে পারা যায় গাড়ির ভিতরেই পুড়ে মৃত্যু হয়েছে চালকের। পরে পুলিশ কর্মীরা দেহটি বের করে নিয়ে যান।

মহানগরে পারদ-পতনের সম্ভাবনা, আপাতত স্বস্তিদায়ক আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভরা বসন্তে রাজ্যে ফের ঢুকতে পারে উত্তুরে হাওয়া, সৌজন্যে সামান্য পারদ পতনেরও সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি সপ্তাহে শুষ্কতার সঙ্গে পারদ পতনের সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত স্বস্তিদায়ক থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া। তারপরে আবারও মাথাচাড়া দিতে পারে গরম। অর্থাৎ আগামী কয়েকদিন স্বস্তিদায়ক থাকবে আবহাওয়া।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, বঙ্গোপসাগরে কোনও উচ্চচাপ বলয় নেই। তার ফলে সাগরের দিক থেকে জোরালো গরম জলীয় বাষ্প ঢুকছে না। এই পরিস্থিতিতে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা ঠান্ডা বাতাস রাজ্যে ঢুকতে পারে। সৌজন্যে শুষ্কতার সঙ্গে রাতের তাপমাত্রা সামান্য নামতে পারে। আপাতত বৃষ্টিরও সম্ভাবনা কম। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

সন্দেশখালি যাওয়ার সবুজ সংকেত পেল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্ট সবুজ সংকেত দিল ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে সন্দেশখ ালি যাওয়ার জন্য। অর্থাৎ, আইনগত দিক থেকে সন্দেশখালি যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা আর নেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের। বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশ দেন, আগামী ১ মার্চ সন্দেশখালির নির্দিষ্ট তিনটি জায়গায় যেতে পারবে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। এর পাশাপাশি আদালত এও জানিয়েছে, সন্দেশখ ালির অন্তর্গত মাঝেরপাড়া, নতুনপাড়া ও নস্করপাড়ার রাসমন্দির এলাকায় যেতে পারবে ওই ৬ সদস্যর ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। তবে একইসঙ্গে বিচারপতি কৌশিক চন্দ এও স্পষ্ট নির্দেশ দেন, এমন কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না, যার কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়। এই মর্মে স্থানীয় পুলিশের কাছে মুচলেকাও জমা দিতে হবে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত রবিবার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম সন্দেশখালি যাওয়ার পথে বাধার মুখে পড়েছিল। ৬ সদস্যের ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন পটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস-সহ আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বরা। রবিবার সন্দেশখালি যাওয়ার পথে মাঝ পথে পুলিশ তাঁদের আটকে দিলে তুমুল বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। এমনকী ভোজেরহাট এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল বলে দাবি আইনজীবীর।

পুলিশের তরফ থেকে এই বাধা পাওয়ার পর কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাদের দাবি, সন্দেশখালির অন্তর্গত মাঝেরপাড়া, নতুনপাড়া ও নস্করপাড়া রাসমন্দিরে যেতে অনুমতি দিক হাইকোর্ট। মামলকারী সংস্থার আইনজীবীর দাবি, ওই তিনটি অঞ্চলে কোনও ১৪৪ ধারা জারি নেই। যদিও রাজ্যের তরফে পাল্টা যুক্তি দেখানো হয়, কোনও বিধিবদ্ধ সংস্থাকে কখনও আটকানো হয়নি। কিন্তু এই সংস্থায় কারা আছেন? তারা কেন যাবেন? সেটাই প্রশ্ন রাজ্যের। যদিও বিচারপতি কৌশিক চন্দ ওই প্রতিনিধি দলকে সন্দেশখালির ওই উল্লেখিত জায়গাগুলিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত দিয়ে জানিয়ে দেন, ১৪৪ ধারা না থাকলে যে কেউ যেতে পারেন।

মা-মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মা-মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো আগরপাড়ার পীরতলা এলাকায়। বুধবার সকালের দিকে খড়দা থানার পুলিশ জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃত মায়ের নাম মৌসুমী সান্যাল (৫৫)। মেয়ে দিয়া সান্যালের বয়স ২০ বছর। স্থানীয়দের দাবি, এদিন সকালে গৃহকর্তা রজত সান্যাল বাজার করতে গিয়েছিলেন। সেই ফাঁকে দরজা বন্ধ করে মেয়েকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করার পর মা নিজেও আত্মঘাতী হন। বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের মেঝেতে মেয়ে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। আর স্ত্রী ঝুলছে। খবর পেয়ে পড়শিরা ছুটে আসেন। তারপর খড়দা থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই দু'জনের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। স্থানীয়রা জানান, ওই পরিবার কারও সঙ্গে তেমন মেলামেশা করতেন না। সবসময় দরজা, জানলা বন্ধ করে রাখতেন। পড়শি তুষার বক্সী বলেন, বাড়ির মালিক এখানে থাকেন না। পাঁচ বছর ধরে বাড়ির নিচের তলায় সান্যাল পরিবার ভাড়া আছেন। রজত বাবু রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকরি করতেন। তুষার বাবুর কথায়, সম্ভবত মেয়েটি বাগবাজার নিবেদিতা স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ত। কিন্তু মেয়েটির নার্ভের সমস্যা থাকায় ওর মা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, দিনকে দিন মেয়ে বড় হচ্ছে। অথচ নার্ভের সমস্যা দূর হচ্ছে না। সমস্ত দিক খ তিয়ে দেখে খড়দা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

যান বাতিলের সময় পিছনোর আর্জি জানাতে প্রশাসনের দ্বারস্থ বেসরকারি বাস মালিকরা

শুভাশিস বিশ্বাস

ফেব্রুয়ারি মাস শেষ। হাতে আর বাকি কয়েক মাস। আগামী অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ২০২৪-এর পর থেকে কলকাতা সহ রাজ্যের রাস্তা থেকে বাতিল হবে ১৫ বছরের পুরনো বাণিজ্যিক সব গাড়ি। যার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই পড়ছে বেসরকারি বাসও। আর ১৫ বছরের পুরনো এই বাস বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তবে এই নির্দেশ যাতে কার্যকরী করা না হয় তারই জন্য ২৯ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে চলেছে বেসরকারি ৫ টি বাস সংগঠন। এই প্রসঙ্গে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বৃহস্পতিবার বেসরকারি ৫টি বাস সংগঠনের সদস্যরা পরিবহণ ভবনে মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদ ও দাবি সনদ জমা দেবেন। যে পাঁচটি বেসরকারি বাস সংগঠনের তরফ থেকে এদিন সদস্যরা পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন সেই সংগঠনগুলি হল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট, বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেট, ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস অ্যান্ড মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, মিনিবাস অপারেটর্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি আর ইন্টার ইনট্রা রিজিয়ন বাস অ্যাসোসিয়েশন।

এই দাবি সনদে বেসরকারি বাস সংগঠনগুলির তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, ১৫ বছরের বেসরকারি বাস রাস্তা থেকে তুলে নেওয়ার এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধিতা তাঁদের তরফ থেকে করা হচ্ছে না ঠিকই তবে এই সময়সীমা আরও বৃদ্ধি করা হোক। এই প্রসঙ্গেই তাঁরা সামনে এনেছেন করোনা কালের কথাও। কারণ, এই সময়ে পথে সে ভাবে বাস বের করা হয়নি। ফলে স্বাভাবিক ভাবে কোনও একটি যানের ক্ষেত্রে ১৫ বছরের যে আয়ু ধরা হয় তাতে এখনও বেহাল হয়ে পড়েনি এই বাসগুলো। পাশাপাশি তাঁরা এও জানাচ্ছেন, এই করোনা কালে বেসরকারি বাস সংগঠনগুলোর

ব্যবসা বলতে কিছুই হয়নি। ফলে বেশ কিছুটা আর্থিক লোকসানের পথেই হেঁটেছে বঙ্গের বেসরকারি বাস ব্যবসা। তারই জেরে এই মুহূর্তে নতুন কোনও বাস পথে নামানোর জন্য যে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা দরকার তা নেই এই বাস মালিকদের। বাস মালিকদের এই আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা ভেবেও বাস বাতিলের এই সময়সীমা বৃদ্ধি করা উচিত বলে মনে করছেন বেসরকারি বাস সংগঠনের মালিকেরা। সঙ্গে তাঁরা এও জানিয়েছেন, এই আর্থিক প্রতিকূল অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য তাঁদের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তার আর্জি জানানো হয়েছিল। সেখানে আর্থিক সহায়তা তো 'দূর-অস্ত', এমনকী ব্যাংকের ঋণের ক্ষেত্রেও বিশেষ কোনও সহায়তার রাস্তা দেখ ানো হয়নি দুই সরকারের তরফ থেকেই। এমনকী ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও কোনও ধরনের ছাড় দেওয়ার কথাও ভাবা হয়নি। এমন এক আর্থিক অবস্থায় বিপুল সংখ্যক বেসরকারি বাস রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হলে বেসরকারি বাস পরিবহণ ব্যবসা থেকে বহু ব্যবসায়ী মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারে। এছাড়া এই বেসরকারি বাস বাতিলের সিদ্ধান্তে সমস্যায় যে শুধুমাত্র বাস মালিকেরাই পড়বেন তা কিন্তু নয়, সমস্যায় পড়বেন আমজনতা। কারণ, যে যাই দাবি করুন না কেন, কলকাতায় পরিবহণের ক্ষেত্রে লাইফ-লাইন এই বেসরকারি বাসই। মেট্রো বা রেলপথ একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে মাত্র, কিন্তু বাড়ির প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছনো সম্ভব হয় এই বেসরকারি বাসের হাত ধরেই। ফলে বেসরকারি বাসের সংখ্যা কমলে দৌরাত্ম্য আরও বাড়বে অটো, টোটো বা হলুদ ট্যাক্সির। সব মিলিয়ে এক দুর্বিষহ অবস্থা তৈরি হতে পারে শহরবাসী থেকে রাজ্যবাসীর জন্য।

এই প্রসঙ্গে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এও জানান, বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক স্তরে এই বাস বাতিলের সময় পিছনোর আর্জি জানানো হবে। এরপর এই একই আর্জি জানানো হবে আদালতেও।

মোমো খাওয়ার টোপ দিয়ে ডেকে যুবককে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মোমো খাওয়ার টোপ দিয়ে ডেকে এক যুবককে খুন করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক গৃহবধূ-সহ তাঁর স্বামী ও দেওয়রের বিরুদ্ধে। নৈহাটির শিবদাসপুর থানার মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দোগাছিয়া গ্রামের উত্তর দাসপাড়ার ঘটনা। ইন্টারিয়র ডেকোরেশন কাজের সঙ্গে যুক্ত মৃত যুবকের নাম সুব্রত হালদার (২৫)। মঙ্গলবার সকালে বাঁশবাগান লাগোয়া একটি পুকুরের ধারে তাঁর মোবাইল ফোনের কভার পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং চটি দুটো পুকুরের জলে ভাসতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ বাদেই স্থানীয়দের নজরে আসে পুকুরের মধ্যে সুব্রতের দেহ ভাসছে। শিবদাসপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পাশ্ববর্তী এক গৃহবধূর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল মৃত যুবকের। পাশাপাশি ওই গৃহবধূর সঙ্গে তাঁর নিজের দেওরেরও সম্পর্ক রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণা সাউয়ের দাবি, ত্রিকোণ প্রেমের বলি হয়েছেন ওই যুবক। মৃতের দিদি অর্চনা দাস জানান, মঙ্গলবার সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ পড়শি বাবলু সাউয়ের বউ চিঙ্কির সঙ্গে ভাই ফোনে কথা বলছিল। ভাইকে মোমো কিনে নিয়ে যেতে বলেছিল চিঙ্কি। রাতে মোমো নিয়ে গেলে ভাইকে বাঁশবাগানে গলায় ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে ওরা ভাইকে খুন করেছে। তারপর ভাইয়ের দেহ ওরা পুকুরে ফেলে দিয়েছে। অর্চনা দেবীর দাবি, ভাইয়ের গলা, নাক-সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। এই ঘটনায় বাবুল সাউ, তাঁর স্ত্রী চিঙ্কি ও বাবলুর ভাই মিষ্টি জড়িত। যদিও ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই তিনজনকে পাকড়াও করেছে। ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন মৃতের পড়শিরা। জানা গিয়েছে, ধৃত বাবলু পেশায় রাজমিস্ত্রি। ধৃত বাবলুর বাবা রাজু সাউ বলেন, ছেলের বন্ধু ছিল সুব্রত। নিয়মিত তাদের বাড়িতে সুব্রতর যাতায়াত ছিল। রাজু সাউয়ের দাবি, বউমার সঙ্গে সুব্রতের সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর কিছুই জানা নেই।

সম্পাদকীয়

লোকসভাতেও বিজেপির লক্ষ্য কি ‘চন্ডীগড় মডেল’

বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বলেন, বিজেপি যে মৌলিক চিন্তা ও রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা চালিত, সেটা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ডঃ মঙ্গল সেইনের মতো মহান নেতাদের দান। আমাদের রাজনীতির লক্ষ্য নিছক সরকার গঠন নয়, বরং সমাজ ও দেশ নির্মাণ।’ রাজ্যে রাজ্যে ‘অপারেশন লোটাস’ দেখার পর ভারতের একজনও সুস্থ চিন্তার মানুষের পক্ষে বিজেপির এসব বড় বড় কথার বিন্দু বিসর্গও আর বিশ্বাস করা সম্ভব কি? বেশি সংখ্যক রাজ্য নরেন্দ্র মোদির তাঁবে রাখতে চলতি এক দশকে কতগুলি ‘সিঙ্গল ইঞ্জিন’ সরকার পদ্ম-হামলার শিকার হয়েছে? কতগুলি আঞ্চলিক দলের চেহারা চরিত্র বদলে দিয়েছে ‘কমল-সন্ত্রাস’? সত্যিই হিসেব রাখা কঠিন। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে মোদি ‘কংগ্রেস-মুক্ত’ ভারত গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। বিজেপিকে পছন্দ করে না, এমন কংগ্রেস বিরোধীদেরও কেউ কেউ খুশিই হয়েছিলেন তাতে। কিন্তু তাঁরা এটা ভাবার সময় পাননি যে, ওটা ছিল মোদি নামক হিমশৈলের চূড়ামাত্র। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য, ‘বিরোধী-মুক্ত’ ভারত নির্মাণ। কংগ্রেস তো বটেই, ওইসঙ্গে নির্বিচারে বাকি রাজনৈতিক প্রতিস্পর্ধীদেরও তিনি সাফ করে ফেলতে মরিয়া। তাঁর বা বিজেপির সামনে তর্জনী উঁচিয়ে রাখার কাউকেই টিকে থাকতে দেবেন না মোদি। এ কোনও কষ্টকল্পনা বা আতঙ্ক নয়, গেরুয়া শিবির প্রতি দিন নানাভাবে এই ধারণায় সিলমোহর দিয়ে চলেছে। গেরুয়া লালসার হাত আর কেন্দ্রে এবং রাজ্যের ক্ষমতাতেই সীমাবদ্ধ নেই, তা প্রসারিত এখন স্থানীয় সরকার দখলের ক্ষেত্রেও। টাটকা দৃষ্টান্ত চণ্ডীগড়। সামান্য একটি পুর নিগমের মেয়র পদ দখলের জন্যও নির্বাচন ব্যবস্থাকে ‘হত্যা’ করতে কসুর করেনি মোদি-শাহের পার্টি! ৩০ জানুয়ারি সেখানে মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। হিসেব মতো মেয়র পদে বসার কথা ছিল আপ প্রার্থী কুলদীপ কুমারের। গণনার সময় রেজাল্ট উল্টে দেন স্বয়ং রিটার্নিং অফিসার অনিল ম্যাসি! আপ ও কংগ্রেস জোটের আটটি ব্যালট অন্যায়ভাবে বাতিল করে দিয়ে গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী মনোজ সোনকারকে তিনি জয়ী ঘোষণা করেন। স্বভাবতই বিবাদটি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। যাবতীয় কারচুপির প্রমাণ পেয়ে সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার মনোজকে পদচ্যুত করে কুলদীপকে মেয়র পদে ফিরিয়েছে। একইসঙ্গে, ম্যাসিকে শোকজ করে শীর্ষ আদালত তাঁর কাছে জানতে চাইবে, এবার কেন তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? সোজা কথায়, নির্বাচনী এবং আইনি জোড়া লড়াইয়ে গোহারা হয়েছে বিজেপি। বিজয়ীর আসনে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের শরিকরা। লোকসভা নির্বাচনের আগেই ভোট-দুর্নীতির কালি মাখল ‘পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স’-এর মুখে! এখানেই প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে, গেরুয়া শিবিরের তরফে মোদি-শাহের শ্রীমুখে চারশোর বেশি (বিজেপি একাই ৩৭০ সহ) আসন জয়ের হুংকারের রহস্য কি? সাংসদ নির্বাচনেও গেরুয়া শিবিরের হাতিয়ার ‘চণ্ডীগড় মডেল’ হলে, বৃহত্তম গণতন্ত্রের পক্ষে তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য কিছু হবে না।

আনন্দকথা

জ্ঞান কাহাকে বলে? প্রতিমাপূজা

মাস্টার — আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।
শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) — আর তুমি জ্ঞানী?
তিনি জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন না। এখনও পর্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল। তখন শুনিলেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর বলিলেন, ‘‘তুমি কি জ্ঞানী!’’ মাস্টারের অহঙ্কারে আবার বিশেষ আঘাত লাগিল।
শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা,তোমার ‘সাকারে’ বিশ্বাস, না ‘নিরাকারে’?
(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

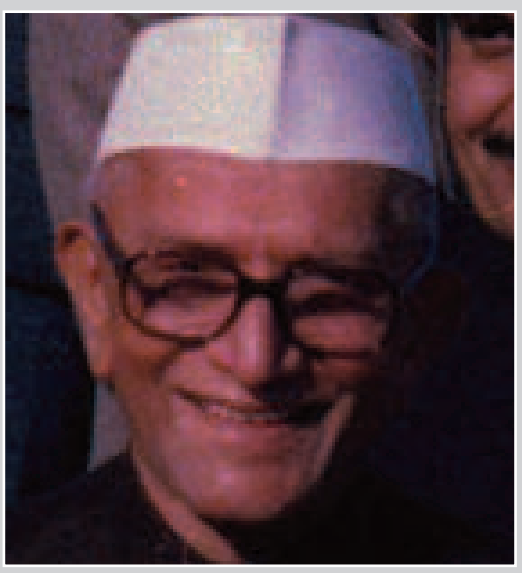

মোরারজী দেশাই

১৮৯৬ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের জন্মদিন।*
১৯০৪ *বিশিষ্ট ভরতনাট্যম শিল্পী রুক্মিণী দেবীর জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় অ্যাডাম সিনক্লেয়ারের জন্মদিন।*

বাণিজ্য সমস্যার উত্তরণ

তন্ময় কবিরাজ

অর্থনীতিবিদ থমাস সোয়েল লিখেছিলেন, ‘অগ্রাধিকার মূলক কাজ করলে প্রথমে বৈষম্য বলে মনে হতে পারে কিন্তু পরে মানুষ তার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।’ সোয়েল সময়কে বুঝতে পারতেন। তাই পন্থাকেন্দ্রিক চিন্তা করা পছন্দ করতেন না। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে যখন চারদিকে প্রশ্ন উঠছে, বাজেটেও যার প্রতিফলন নেই, তখন দুই প্রখ্যাত অর্থনীতিবীদ অরবিন্দ পানগরিয়া ও অমিতাভ কান্ত আমদানি রপ্তানির উপর বিশেষ জোর দিতে বলেছেন। জি২০ দেশগুলো মধ্যে বাণিজ্যের সম্ভাবনা প্রবল। কারন জি২০-এর দেশগুলো সারা বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৮৫ শতাংশ, বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ জি২০ দেশগুলোর মধ্যে বাস করে। ভারত তাই রাজকীয় আয়োজনের আড়ালে সেই বাজার দখল করতে চেয়েছিল। খরচ করেছিল ৪১০০ কোটি টাকা। অঘোষিত লক ডাউনের চেহারা নিয়েছিল দিল্লি। ১৬০০ বস্তি উচ্ছেদ করা হয়। ওষুধ ছাড়া সব পণ্যের হোম ডেলিভারি বন্ধ। শুধু ভিআইপিদের জল আটকানোর জন্য খরচ করা হয়েছিল কয়েক কোটি টাকা। তখন মোহন ভাগবতের নেতা বলেছিলেন, ভারতকে বিশ্বের দরকার। কিন্তু পরবর্তীকালে জি২০ দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের রপ্তানি আমদানি কমছে। চলতি বছরে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশ ধরা হয়েছে। এমনিতেই পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নেই। এই অবস্থায় রপ্তানি না বাড়ালে টাকা আসবে কোথা থেকে? জি২০ দেশগুলো বাণিজ্যিক কারনে তাই গুরুত্বপূর্ন। সাম্প্রতিক প্রধানমন্ত্রীর আমীর শাহী সফর অনেকে রাজনৈতিক দিক থেকে ভোট ম্যাজিকের কথা বললেও এই সফরে প্রধামন্ত্রীর অন্য উদ্দেশ্যও রয়েছে, খাদ্যের জন্য আমীর শাহী রাশিয়া ইউক্রেনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে সেই সরবরাহে ভাটা পড়ছে। তাই আমীর শাহী ভারতকে পাশে চাইছে। দুই দেশের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। তারা নিজেদের মুদ্রায় ব্যবসা করতে পারবে। ডিয়ারি শিল্পে ভারত ভালো ফল করেছে। সারা বিশ্বে যেখানে বৃদ্ধির হার ২শতাংশ, সেখানে ভারতে বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ। ভারত অর্থনীতিতে ক্রমশ প্রথম সারিতে উঠে আসছে। মন্দার কবলে জাপানের অর্থনীতি। জেফ্রিস বলছে, ২০২৭ সালের মধ্যেই ভারত জাপান জার্মানিকে টপকে তৃতীয় দেশ হিসাবে নিজেকে মেলে ধরবে। ভারতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও অতি সাম্প্রতিক তথ্য সুখকর নয়। নভেম্বর ২০২২থেকে নভেম্বর ২০২৩ সালের মধ্যে ভারতের আমদানি রপ্তানি দুই কমেছে। কমেছে বিদেশি বিনিয়োগের মাত্রাও। ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি কমেছে ৫৫ শতাংশ। ডলারে বললে, ২১৬৩ থেকে একে বারে ৯৬৯। এই অবস্থায় ভারতও সংযত। পিঁয়াজের মত, চাল রপ্তানিতে ২০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন, এর পিছনে রয়েছে দুটি কারন এক, যুদ্ধ পরিস্থিতি আর জলপথের অস্থিরতা। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ হয় লোহিত সাগর দিয়ে। ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠীর আক্রমণে অশান্ত হয়েছে পশ্চিম এশিয়া। আবহাওয়া পরিবর্তনে চাষ ব্যাহত হচ্ছে। অকাল গরমই বলে দিচ্ছে গ্রীষ্ম মাসগুলো কেমন যাবে। বিদ্যুতের খরচ বেড়েছে ৯.৪ শতাংশ। যদিও রাজ্য সরকার আশার খবর শুনিয়েছে, এ বছর বিদ্যুতের চাহিদা ১০০০০ মেগাওয়াট হবে বলে সরকার আশা করছে, তাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে অনেক সময় সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় না। সামাজিক প্রকল্পগুলো ভোটের জন্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করায় সবাই সেদিকেই বেশি জোর দেয়। ফলে প্রাথমিক ও পরিষেবা সেক্টরটা বঞ্চিত হয়ে যায়। তাই রপ্তানিতে জোর দিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হবে। অন্যদিকে, আর্থিক বন্টনের কথাও চিন্তা করতে হবে। দেশে শুধু আদানি আম্বানি থাকে না। অর্থনীতি বৃদ্ধি তখনই সফল বলে ধরা হবে যখন অর্থনৈতিক বিকাশ হবে। প্রশ্ন উঠছে,এতো যখন আমাদের আর্থিক প্রগতি তখন কেন আমরা অপুষ্টি, অনাহারের সূচকে নেতিবাচক স্কোর পাচ্ছি? তার কারন দুর্নীতি গ্রস্থ রাজনীতি। এমনিতে বর্তমানে পৃথিবীর স্বাস্থ্য ভালো নয়। চিনেও ভারতের মত বেকারত্ব তুঙ্গে। ইসরায়েলের সঙ্গে বানিজিক্ সম্পর্ক স্থগিত করেছে বাহারিন। জলপথের গুরুত্ব বাড়ছে। চীনকে ঠেকাতে প্রশান্ত মহাসাগরের দুই দ্বীপকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। জি২০ সম্মেলন থেকে তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি হলে তার প্রভাবে অর্থনীতিও এসে পড়ে। তুরস্কের সঙ্গে ভারতের আট বিলিয়নের বাজার। তুরস্কের সঙ্গে গ্রিস, আরবের সম্পর্ক ভালো। আরবের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও ভালো। ভারত দুবাইয়ে চাল রপ্তানি করছে। মালদ্বীপের দুঃখ ভুলিয়ে দিচ্ছে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলো। দিল্লি মালদ্বীপকে মনে করিয়ে দিয়েছে, গত পাঁচ বছরের ৫২৩ জন মালদ্বীপবাসীর প্রান বাঁচিয়েছে ভারত। চীন বাণিজ্যে থাবা বসাতে চাইছে ভারত। সাফল্যও আসছে। ইতিমধ্যে তালিবানরা চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মিজোরাম সীমান্তে মায়ানমারে কাঁটাতার দিলে থাইল্যান্ড সঙ্গে বাণিজ্যের অবনতি হবে। আগামির বছর থাইল্যান্ড যাচ্ছে পুতিন। আবার রপ্তানিতে অপরিণত বৈষম্য হলে সমস্যা বাড়বে। ৬ শতাংশ কয়লা রপ্তানি করায় বিদ্যুতের দাম বাড়বে। রাষ্ট্রপুঞ্জ বলছে, রাজনৈতিক সদিচ্ছাই ভারতের সব বৈষম্য দুর করতে পারে। জি২০ সম্মেলনের শেষে অমিতাভ কান্ত দাবি করেছিলেন, ভারত অসাধ্য সাধন করেছে। তবে উল্লেখ্য, ভারত বর্তমানের চেক অ্যান্ড ব্যালান্স নীতি নিয়ে চলছে। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের সঙ্গে ভারত রেল ও শিপিং করিডোর নির্মাণের চেষ্টা করছে, যেটা আমেরিকারও দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন একে ক্ষ্লবড়ো বিষয় ক্ষ্লবলে বর্ণনা করেছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যক অংশীদার বাংলাদেশ। তাদের বাণিজ্য বেড়েছে ১৪শতাংশ। হাসিনা সরকার চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ভারতকে ব্যবহার করতে বলেছে। ভারত চাল রপ্তানিতে পয়লা নম্বর। মোট চাল বাজারের ভারতের ভাগেই রয়েছে ৪০শতাংশ। ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, চীন কোনোদিনই আমেরিকাকে ছাপিয়ে যেতে পারবে না। গত তিন বছরে চিনের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ, ২০৪০-এর আগে ইতিবাচক কিছু ঘটার সম্ভাবনা কম। সেদিক থেকে ভারত অনেক নিরাপদে। তাই ভারতকে বর্তমানে অনেকেই আলাদা গুরুত্ব দিতে চাইছে। আশিয়ান ইন্ডিয়া সামিটে গুটারাসের মুখপাত্র স্টিফানি বলেছিলেন, ভারতের স্থায়ী আসন পাওয়া দরকার। কারন, হিসাবে তিনি সেদিন বলেছিলেন, ১৯৪৫ সাল থেকে আজকের ভারত অনেকটাই পাল্টে গেছে। ভারত ব্রিকস দেশগুলোর সঙ্গেও ভালো বাণিজ্য করলেও চিন সেখানে আফ্রিকার দেশগুলোর উপর একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করছে। বিশ্বের ৪৬ শতাংশ জনসংখ্যা ব্রিকসের দেশগুলোর, যাদের জিডিপিও বেড়ে হয়েছে ৩১.৫ শতাংশ থেকে ৩৭ শতাংশ। রপ্তানিতে জোর না দিলে বিদেশি মুদ্রা লাভ, বাজার সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ, বেকারত্ব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক — কোনো কিছুই উন্নত হবে না। প্রাচীণ ভারতে এই রপ্তানিই ছিল অর্থনীতির প্রধান বন্ধু। ২০২১-২০২২ সালে ভারতের পণ্য রপ্তানি ভালো অবস্থায় ছিল। রপ্তানির বাড়ানোর ক্ষেত্রে নীতি আয়োগোও বারবার বলছে। তবে মুক্ত বাণিজ্যের পরিবেশে ভারত কিছুটা সাবধানী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল বলেছেন, ‘বাণিজ্য নিয়ে আমাদের তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।’ তবে প্রধানমন্ত্রীর সবসময় ভোটের কথা চিন্তা না করে, দেশের কথাও মাথায় রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নিজের ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রতিকূলকে অনুকূল করতে পারেন কারণ, মর্নিং কনসালট সার্ভে জানাচ্ছে, বিশ্বে মোদীর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। প্রসঙ্গটা এই কারনে অবতারণা করলাম, কাতার সাফল্য ভারত যখন কূটনৈতিক ভাবে ব্যর্থ হচ্ছে তখন নাকি শাহরুখ খানের কাছে প্রস্তাব যায় কাতার নিয়ে আলোচনা করতে কারন, বাজিগরের সঙ্গে নাকি কাতারের সম্পর্ক ভালো। যদিও শাহরুখ খান সূত্রে এই বিষয়কে ভিত্তিহীন খবর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

বসন্ত এসেছে

সুবল সরদার

শীতের দীর্ঘ জীর্ণতা কাটিয়ে উঠে প্রকৃতিতে লাগে রঙ। শুরু হয় রঙ পরিবর্তনের পালা। ঋতু মাসের মধুর ইতিকথা। তখন সে ঋতুপর্ণা নয়, ঋতুমতী হয়ে নূতন সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে। গাছের শাখায় শাখায় নবীন, সবুজ প্রল্লবে প্রল্লবীত স্তুপ হয়ে । গন্ধে বর্ণে রূপে রসে বন হরিণীর মতো মনোহরণী। এ কী অপরূপ সাজে রূপসী বাংলা! তখন মনে হয় রূপসী বাংলা চির কুমারী, লাস্যময়ী হয়ে ওঠে এই চির বসন্তের দেশে। এ কী বর্ণচোরা! কাজল নয়না হরিণীর মতো মায়াবী গন্ধে ভরা । বসন্তের মাতাল বাতাসে লাগে মাদকতা। মাতাল করে তোলে দেহ, মন। মনে হয় নৌকা বাঁধা আছে ঘাটে আছে,এখনিই রবি ঠাকুরের মতো পাড়ি দিই সাত সমুদ্দুর তোরো নদীর পারে। আমি তখন মুক্ত,চির মুক্ত। বসন্ত কত ছবি আঁকে মনে মনে! বাতাসে বহিছে প্রেম। নয়নে লেগেছে নেশা। কে যেন ডাকিছে পিছে পিছে। বসন্ত এসে গেছে। গাছের শাখে শাখে কোকিল ডাকে কুহু কুহু। বসন্ত আসে ফিরে। মহুয়ার গন্ধে অলির মতো বাতাসে লাগে মাদকতা। সে শুধু মাতাল হয়ে আসে না, সবাইকে মাতাল করে তোলে। প্রকৃতি, প্রকৃতির কোলে কীটপতঙ্গ থেকে মানুষ সবাই কেমন মাতাল হয়ে ওঠে। বন্ধনের সব সম্পর্ক আলগা করে তোলে চির ভালোবাসার বন্ধনে। কোকিলের ডাকে আমরা তখন সবাই উদাস বাউল। মনে হয় এখনিই গলা মিলিয়ে সুর বাঁধি তার সাথে। অনুভূতিগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। বসন্তের মুক্ত বাতাসে তারা উড়তে চায়। উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে বিহঙ্গের মতো মেলে দিই ডানা। আগমনীর মতো বাতাসে বাতাসে বনে বনে ঘোষিত হয় বসন্ত উৎসব। উৎসব মেলার ঋতু বসন্ত। মেলা উৎসবের ফুল দিয়ে যদি মালা গাঁথা হয়, বসন্ত উৎসব হবে ওই মালা উৎসবগুলোর শ্রেষ্ঠ ফুল। মধুমাসে মধুর উৎসব হোলি। বসন্ত উৎসব যেমন পৌরাণিক, তেমনি ঐতিহ্যের পরম্পরা। রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলাকে কেন্দ্র করে বৃন্দাবনের পথ পথে হয় হোলি খেলা। ভালোবাসার খেলা হোলি। দেহ ছুঁয়ে মন ছুঁয়ে যায় মধুর মিলনে। প্রেম উৎসবের নাম হোলি। তাই হোলি কে মিলন উৎসব বলা যায়। ভালোবাসার এক অভিনব রূপ। পূর্ব রাগের মতো মধুরতম। কৃষ্ণচূড়া, পাকুড়, পলাশ আবির খেলে লালে লাল হয়ে ওঠে। সৌন্দর্যের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে ভালোবাসার গান শোনায়। কী মায়ায় ফুটেছে তারা ভালোবাসার অপার, অপার্থিব, সৌন্দর্যের রূপ ধরে। সৌন্দর্যের সংজ্ঞা, দেবতার মাহাত্ম দুই মেলে শুধু একবার দর্শনে। মনের তৃষিত ক্ষুধা মেটে চোখের ভোজে। চোখে লাগে প্রশান্তির কোমল ছায়া। প্রজাপতির, অলির দল প্রেমের বাতাসে মেলে ডানা। প্রণয় সংবাদে তারা আত্মমগ্ন হয় গুনগুন সংলাপে। সংলাপে প্রলাপে তারা আত্মহারা। বসন্ত মানে প্রকৃতি রূপ রস গন্ধে মাদকতা ভরা। প্রকৃতির যখন বসন্তের রঙ মাখে, আমরা তখন হোলি উৎসবে মেতে উঠি। প্রকৃতির রঙ যদি ভালোবাসার রঙ, হোলি সেই ভালোবাসার রঙ। হোলি খেলে রঙ মেখে রঙে বেরঙের হয়ে আমরা বেশে রোমাঞ্জিত হয়ে উঠি। ভালোবাসার ছোঁয়া লাগে প্রাণে। ভালোবাসার ছোঁয়া শুধু দেহে-মনে লেগে থাকে নয়, সারা জীবন ধরে লেগে থাকে। এমন হোলির দিনে তাকে যদি পাই, রাঙিয়ে দেব আমার ভালোবাসার রঙে, কৃষ্ণচূড়ার রঙের সৌন্দর্যের শেষ সীমানার মতো। ভালোবাসার এমন রঙ পাই কোথায় যা পলাশের সৌন্দর্যেকে হারমানায়? সেদিন তার গান হয় নি শোনা, খেলি নি তার সাথে হোলি। সে বলেছিল পলাশের রঙে হোলি খেলে রাঙিয়ে দেব প্রিয়। পলাশ ভিজানো জলে হোলি খেলা কী রোমাঞ্চকর! মাদকতা লাগে। লাল রঞ্জিত সুবাসিত জলের হোলি। কী মজা! স্বাস্থ্যকরও বটে। ছৌ নাচের সঙ্গে হোলি খেলা, মাদল বাজে। মহুয়ার নেশা লাগে চোখে। এমন পাহাড়ের দেশে পাহাড়ি পথে, লাল-পলাশের বনে, সাঁওতাল পল্লীতে সুমনার সঙ্গে সারাদিন যদি কেটে যায় হোলি খেলে! স্বর্গীয় মূর্চ্ছণায় মত্ততার দোল লাগে মনে। খেলব হোলি দুজনে বনে দোলে দোদুল হয়ে। সেদিন পুরুলিয়ার বেগুনকোদর থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল কলকাতায় অনিবার্য কারণে। রবি ঠাকুরের অমলের মতো কাজ কাজ করতে গিয়েছিলাম আমি এক হতভাগা। ছ’মাসের জন্যে ঠাঁই মিলে ছিলো পুরুলিয়ার বেগুনকোদর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। সেখানে গিয়েছিলাম ডেপুটি ভ্যাকান্সিতে ইংরাজীর শিক্ষক হয়ে। তারপর কাজহারা, বাড়ি ফেরা। হয়নি সেদিন তোমার সাথে হোলি খেলা। প্রাণের খেলায় প্রাণ হারিয়ে আমি এখন একা। ভাবি আবার যদি কখনো আসি ফিরে ওই পাহাড়ের দেশে, ওই সাঁওতাল পল্লীশ্রীর শান্ত, মিষ্টি ছায়ায়! হোস্টেলের জানালা দিয়ে পাহাড় চূড়া দেখা যায়। সে আমাকে ডাকে ‘আয় আয়’। যেতে পারি না? তার নীচে দিয়ে বয়ে চলছে পাহাড়ি নদী। হড়পা বানে রহস্যে দুঃসাহসিকতা ভরা। ঝর্ণার নৃত্যের ধ্বনি নির্জনতাকে ভঙ্গ করে পাহাড়ের বুক চিরে বনে বনে কোথায় যায়? কি জানি কিসের টানে কেন এমন করে বন রাজের ধ্যান ভঙ্গ করে। পুরুলিয়ার বিশেষ বিশেষ্যত্ব দান করে বসন্তে, পলাশ ফুলের পীরিতে। হয়তো এমন দিনে যাব তোমর কাছে হোলি খেলতে। সুমনাকে বলব আজ হোলি, শুনবো তোমার গান, খেলবো হোলি শুধু তোমার সাথে। তোমার হাতে রঙে মেখে তোমাকে মাখাব রঙ। পৃথিবীর যতো রঙ আছে সব চুরি করতে পারি শুধু তোমার জন্যে, রামধনুর কাছ থেকেও সাতটা রঙ ধার করে নেব। তোমার জন্যে নিতেই হবে। রঙে রঙে রাঙা হয়ে বলব প্রিয় হোলি এসেছে। ‘রঙ দে সুমনা’। বাসন্তী কী মনের রঙ? তাই এতো মিষ্টি? বসন্তের রঙ শুধু বাসন্তী নয়, ভালোবাসার কত রঙে সে রঞ্জিত। কল্পনার রঙ শুধু রামধনুতে নেই, হোলিতেও আছে। রামধনুর রঙের মতো কত অনুরাগ আছে রঙে। হোলিতে প্রকাশ পায় অনুরাগের ছোঁয়া হয়ে। তাই হোলি হৃদয়ের কাছে এতো আবেদন করে, তাই এতো মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। পৃথীবিতে যতো উৎসব আছে বসন্ত উৎসবের কোন বিকল্প নেই। এমন প্রাণের উৎসব উচ্ছ্বাসে ভরা। তোমার সাথে হোলি খেলতে খেলতে কখন হারিয়ে ফেলি নিজেকে। এ কী বুক ভরা ভালোবাসা। তাই হোলি এলে এখনও তাকে খুঁজে বেড়াই। সে তখন অষ্টাদশী, আমি কেবল একুশ। ফাগুন মাস, দারুন সময়। রামধনুর রঙ নিয়ে ফিরে এসেছি। আমি এখন বসে বসে রঙ মাখছি, তোমাকে রঙ মাখাব বলে। আমার রঙের আকাশ জুড়ে এখন শুধু তুমি। হোলি আসবে খেলবো না, তাই কি হয়। খেলবো মনে মনে শুধু তোমার সাথে, প্রিয়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রা

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রা শুরু হয় নীলমণি ঠাকুরের আমল থেকে। যখন তিনি গোলপাতার ছাউনির বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু সেই দোলযাত্রা ভালো জমেনি। দোলযাত্রা খুব জাঁকজমক সহকারে পালিত হলো দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকে। সেই দোলযাত্রা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ‘বাবামশাই একতারা নিয়ে দোতালার ঘরে উঠে যেতেন। সেই দোতালার ঘরে নানারকম রংএর গামলিং, নানারকম রংএর তানপুরা থাকতো। নানা রকম গান হতো। নাচুনি আসতো। পদ্মের ওপর দিয়ে নেচে যেত। বেশ ভদ্র রকমের নাচ। তবে সেখানে আমাদের যাওয়া মানা ছিল। দোলযাত্রা শুরু হবার আগে আমরা যেতাম চিতাবাড়ি দেখতে। সেই চিতাবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হত। এবং চিতা জ্বলতো, তাতে সমস্ত অশুভকে পুড়িয়ে ফেলা হতো, শুভে জয়গান গাওয়া হতো। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রায় মঠ, পিচকিরি, ফুটকড়াই এই সমস্ত বাড়িতে বাড়িতে বিলোনো হতো। পিচকিরি পেয়ে আমরা কী আনন্দিত হতুম বলা যায় না! যাকে সামনে পাচ্ছি তার গায়ে আবির ছড়িয়ে দিচ্ছি। এমনকি বাড়ির দারোয়ান তাদের পায়েও আবির মাখাতুম। তখন ছোট বড় যাকে পাই তাকেই আবির মাখিয়ে দিচ্ছি। অন্দরমহলে আমাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার পর বাড়িতে উৎসব থাকলে তিনি হিমালয় চলে যেতেন। কিন্তু দোল যাত্রা কখনও বন্ধ হয় নি।’ ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও দোল খেলতেন। সেই দোল খেলার জন্য তাদের নানা রকম পোশাক -আশাক থাকত। এ বিষয়ে প্রতিমাদেবী লিখেছেন, ‘দোলযাত্রায় দিন আমাদের সাদা কাপড় পরানো হতো। সাদা কাপড় পরানো হতো এই কারণে রঙিন আবির সাদা কাপড়ে পড়লে তা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠতো। শুধু রঙিন আবির নয়, ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রায় মেয়েরা গহনাও পরতো।’

গগণেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে সুজাতা লিখেছেন, ‘জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রার দিনে আমরা সকালে সোনার গয়না ও দুপরে, রাত্রে হীরে জহরতের গয়না পরতাম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রায় ছেলেরা নানারকম যাত্রা, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন, এবং ঘরে ঘরে রং বিলোনো হতো।’

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রায় অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছেলে এবং মেয়েদের দোলযাত্রা। সেই দোলযাত্রায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতেন এবং এই উৎসব রং-এর উৎসব হয়ে উঠতো তখনই যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রাকে সমর্থন করেছিলেন। এই দোলযাত্রাকে আমাদের সামগ্রিক একটি সৃজনশীল অনুষ্ঠান হিসেবে গন্য করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘এই অনুষ্ঠানের কোন শেষ নেই, এই অনুষ্ঠান চিরায়ত।’

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূলের পতাকা, ব্যানার খুলে ফেলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ১ মার্চ আরামবাগে আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি আরামবাগের কালীপুর মাঠে সভা করবেন। কিন্তু এই সভা করার ৪৮ ঘন্টা আগে আরামবাগ শহরে রাজনৈতিক উত্তেজনা। তৃণমূলের ব্যানার ফেস্টুন ও পতাকা খুলে ফেলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূলের নেতা কর্মীরা আরামবাগের পল্লিশ্রী মোড়ে জড়ো হতে থাকে। অন্যদিকে বিজেপির যুব মোর্চার কর্মীরা তৃণমূলের পতাকা ব্যানার খুলে জড়ো করে দিয়ে চম্পট দেয়। এদিকে শাসক দলের কর্মীরা খবর পেয়ে শহরের পল্লিশ্রী মোড়ে জড়ো হতে থাকে। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদি আসবে বলে শহরে লাগানো তৃণমূলের পতাকা খুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির কর্মী রাজনৈতিক অশান্তি করার জন্য এই নোংরামি করছে। এই জন্য আরামবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় বলে দাবি করে তৃণমূল নেতৃত্ব। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আরামবাগে আসবেন। তাই ওদের পতাকা ব্যানার স্বযত্নে খুলে এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়। সৌজন্যের রাজনীতি করা হয়। ছিঁড়ে ফেলা হয়নি।

আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, বিজেপির ছেলেরা আমাদের তৃণমূলের ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন ও পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এই নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। তৃণমূল অশান্তি চায় না। বিজেপি অশান্তি সৃষ্টির জন্য এই সব করছে। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি উপাশক দে বলেন, সব মিথ্যা কথা। ছিঁড়ে ফেলা আর স্ব-যত্নে খুলে রাখা। সেটা তফাৎ আছে। সেটা প্রশাসনের মাধ্যমে হচ্ছে। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় এদিন আরামবাগে চাপা রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা যায়।

৭ মাস নিখোঁজ নাবালিকার তদন্তে রায়নায় সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রায় ৭ মাস ধরে নিখোঁজ নাবালিকার খোঁজে বুধবার তদন্তে এল সিবিআই। বুধবার পূর্ব বর্ধমানের রায়নার মাছখাণ্ডা এলাকায় সিবিআইয়ের তিন সদস্যের একটি দল তদন্তে আসে। প্রথমে নিখোঁজ নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন। পরে এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, গত ৯ অগস্ট পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানা এলাকায় এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। ওই নাবালিকা স্থানীয় হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। অপহরণে জড়িত থাকার অভিযোগে শেখ সফিকুল ও শেখ জসিমুদ্দিন শেখ নামের দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। খণ্ডঘোষ থানার লতিফপুর ও বাদুলিয়ায় তাঁদের বাড়ি। দু'দফায় ৭ দিন তাঁদের পুলিশ হেপাজতে নিয়েও নিখোঁজ হওয়া ছাত্রীর কোনও হদিশ পায়নি পুলিশ। প্রথম দফার ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ধৃতদের ফের আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের প্রয়োজনে ধৃতদের আরও ৭ দিন নিজেদের হেপাজতে নিতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানান রায়না থানার তদন্তকারী অফিসার। সেই আবেদন মঞ্জুর করেন সিজেএম আদালত। সেই মত তদন্ত করেও কোনও হদিশ মেলেনি।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৯ অগস্ট সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ টিউশন পড়তে যাওয়ার কথা বলে সে বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর থেকে তার আর কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করেও ছাত্রীর খোঁজ না পেয়ে তার মা ১৭ আগস্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কয়েকদিন পর পরিবার জানতে পারে তঁদের মেয়েকে ফুঁসলিয়ে অপহরণ করে অন্যত্র নিয়ে গিয়েছে খণ্ডঘোষের লতিফপুর এলাকার সফিকুল শেখ ও বাদুলিয়া এলাকার জসিম শেখ।

পরিবারের দাবি, জসিম সকলের সামনে স্বীকার করেছিল সে মেয়েটিকে বাইকে চাপিয়ে স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন সফিকুলের কাছে। পরিবারের আরও দাবি, তারা অভিযুক্তদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। নাবালিকা অপহরণকারীদের কঠিন শাস্তি ও তাকে উদ্ধারের দাবিতে পথ অবরোধ হয় রায়নায়। ভারত জাকাত মাঝি পরগনা নামে আদিবাসী সংগঠন গত ১২ অক্টোবর রায়না থানার শ্যামসুন্দর বাজার মোড়ে অবরোধ করে।

পুলিশের তদন্তে উদাসীন মনোভাব দেখে ১৫ জানুয়ারি সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। পুলিশের হাতে মামলা থাকাকালীন দু'জন গ্রেপ্তার হলেও ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট না দেওয়ায় জামিন পেয়ে যান অভিযুক্ত সফিকুল শেখ ও জসিমউদ্দিন শেখ। আগামী ১৩ মার্চ পরিবর্তী শুনানিতে সিবিআইকে তদন্তে অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে এমনটাই জানা গিয়েছে।

আদিবাসী ছাত্রী খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদায় নাবালিকা খুন কাণ্ডে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এ নিয়ে মোট দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি মৃত নাবালিকার দূর সম্পর্কে জামাইবাবু বলেও জানিয়েছে পুলিশ। যদিও পুলিশ জেরায় ধৃত জুয়েল মার্ডি এই খুন কাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক অঞ্চলের বিষণপুর গ্রামে নবম শ্রেণির আদিবাসী ছাত্রীকে খুন করার অভিযোগে প্রথমে জীতু মুর্মুকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ অভিযুক্ত আসামীকে হেপাজতে নেওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও এক দুষ্কৃতীর খোঁজ পায়। মঙ্গলবার রাতে বিষণপুরের পাশের গ্রাম শ্রীরামপুর থেকে জুয়েল মার্ডিকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়। আদালতে যাওয়ার পথে অভিযুক্ত জুয়েল মার্ডি ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে এবং জানায় প্রচন্ড নেশা করে এই কুকর্ম করেছে।

মালদায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে হস্তশিল্প মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা দুই বাংলার যৌথ সমন্বয়ে মালদায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মহিলাশিল্পী দ্বারা হস্তশিল্পের মেলা। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে ভারত - বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের নিয়েই এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মালদায় আগামী ৯ থেকে ১২ মার্চ মালদার ইংরেজবাজার শহরে ইন্দো - বাংলাদেশ মহিলা হস্তশিল্পীদের নিয়েই মূলত এই মেলার উদ্যোগ নিয়েছে মালদা জেলা বণিক মহল। এ বিষয়ে মঙ্গলবার রাতে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃপক্ষ তাদের রথবাড়ি এলাকার নিজস্ব কার্যালয় একটি আলোচনা সভা করে। সেখানে মালদার মহিলা হস্তশিল্পীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়াও ছিলেন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক, যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার সহ সম্পাদক নব কুমার সাহা, কোষাধ্যক্ষ হিমাদ্রি রায় প্রমুখ।

মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং হস্তশিল্পীদের সঙ্গে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স এই মেলা নিয়েই মূলত এদিন এক প্রস্তর আলোচনা করে। যদিও ইংরেজবাজার শহরে এই মেলাটি হলেও এখনো পর্যন্ত সেটির জায়গা চূড়ান্ত হয়নি। তবে প্রাথমিকভাবে এই মেলার জন্য মালদা কলেজ মাঠের এই পছন্দের তালিকায় রেখেছে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মহল।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, ভারত-বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের নিয়েই এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে মহিলা হস্তশিল্পীদের কারিগরি পোশাক সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে ধরা হবে। যার মধ্যে শাড়ি, বাংলাদেশের গামছা, লুঙ্গি সহ একাধিক সামগ্রী থাকবে। এছাড়াও ভারতের নানান ধরনের বস্ত্র, ঘরোয়া সামগ্রী এই মেলায় তুলে ধরা হবে। মহিলা হস্তশিল্পীদের নিয়েই মূলত এই মেলার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে দুই বাংলার হস্তশিল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়বে।

এদিন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের অঙ্গে আলোচনার পর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক মহিলা জানিয়েছেন, এটি খুব ভালো উদ্যোগ। দুই বাংলার সম্বলিত প্রয়াসে মূলত মালদার যেমন হস্তশিল্পের প্রচার বাড়বে, ঠিক সেই রকম ভাবেই বাংলাদেশেরও বিভিন্ন ধরনের ঘরোয়া সামগ্রী ও এখানকার মানুষ ব্যবহার করতে পারবেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বরাকর ব্রাঞ্চ
বিশাল আনন্দ কমপ্লেক্স, পুরনো চেক পোস্টের নিকট, জি. টি. রোড বরাকর, থানা - কুলটি, পিন - ৭১৩ ৩২৪

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৩.০৩.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি শিউলি গাঙ্গুলি (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** স্বামী শ্রী স্বপন গাঙ্গুলি এবং **শ্রী স্বপন গাঙ্গুলি (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** পিতা উমাপদ গাঙ্গুলি এল.সি. মোর, পোস্ট এবং থানা কুলটি, আসানসোল, পিন - ৭১৩ ৩৪৩ এবং **মোহন গঙ্গোপাধ্যায় (জামিনদাতা),** পিতা উমাপদ গঙ্গোপাধ্যায় কোয়ার্টার নং ৬/সি, স্ট্রিট নং ৪৭ চিত্তরঞ্জন, পিন - ৭১৩ ৩৩১ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,৪৯,০১৩.০০ টাকা** (সাত লাখ উনপঞ্চাশ হাজার তেরো টাকা) পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)** নিকট বকেয়া **৭,৬৫,৫০৭.০০ টাকা ২৭.০২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
তপশিল 'এ' : জেলা পশ্চিম বর্ধমান, থানা : কুলটি, মহকুমা : আসানসোল এবং এডিএসআর অফিস : কুলটি, মৌজা : কুলটি, জেএল নং ১৬, আরএস খতিয়ান নং ১০৮, আরএস প্লট নং ১০৫১ (একহাজার একান্ন), শ্রেণি : বৈদ, মোট পরিমাণ এরিয়া ৬ কাঠা জমি এবং ছয় (বি-জি-৫) তলা পাকা বসবাসের তথা বাণিজ্যিক ভবন, বেশ কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট/দোকান/ অফিস স্পেস/ গ্যারাজ/ পার্কিং স্পেস ইত্যাদি সমন্বিত, পরিচিত এবং নাম 'মৃন্ময়ী কমপ্লেক্স', নিউ রোড, কুলটি, পো এবং থানা : কুলটি, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল পুরসভার ওয়ার্ড নং ৭২, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জি টি রোড, দক্ষিণে : শ্রী রাজের ভবন, পূর্বে : অতুল চন্দ্র মন্ডলের ভবন, পশ্চিমে : শ্রী মিশ্রর ভবন।
তপশিল 'বি' : একই জেলায় মৌজা : থানা ইত্যাদি, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি-৩, চতুর্থ তলে, 'এ' তপশিলের অ্যাপার্টমেন্টে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৫৫ (একহাজার একশো পঞ্চান্ন) বর্গফুট দুই বেড রুম, এক ডাইনিং রুম, এক ড্রইং রুম, এক কিচেন, দুই ব্যালকনি এবং দুই টয়লেট, সকল ফিটিংস, ফিক্সচার সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত যা সংশ্লিষ্ট ভবনের এবং তপশিল 'এ' স্থিত জমির অংশ হিসেবে গণ্য।

তারিখ : ২৭.০২.২০২৪
স্থান : বরাকর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম)** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী শুভাশিস ব্যানার্জি খ) শাখা : আপকার গার্ডেন	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি তিতাস অ্যাপার্টমেন্ট (জি-৪), পঞ্চমতলে ফ্ল্যাট নং টি-১০, জি টি রোড, মৌজা : গোপালপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩০৪, পশ্চিমবঙ্গ, দলিল নং ১-৩০৪৩ তারিখ ২৩.০৩.২০২১, আরএস প্লট নং ৫৮৫/৯৩১, জেএল নং ১০। **চৌহদ্দি** : উত্তরে : অন্যান্যর খালি জমি, দক্ষিণে : সিঁড়ি এবং লিফট, পূর্বে : খালি জমি, পশ্চিমে : খালি জায়গা।	ক) ২৭.০২.২০২৪ খ) ১৬.১১.২০২৩ গ) ২৫,১৩,৪৭৯.৮০ টাকা **(পঁচিশ লাখ তেরো হাজার চারশ উনআশি টাকা এবং আশি পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ
২	ক) ঋণগ্রহীতা : মহম্মদ জিব্রেইল শা খ) শাখা : আপকার গার্ডেন	জমির এরিয়া (১.৭২ কাঠা) অবস্থিত মৌজা : আসানসোল, থানা : আসানসোল (উত্তর), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮৩, পশ্চিমবঙ্গ, আরএস প্লট নং ১৪১৬৭, এলআর খতিয়ান নং ৭২৭৪, জেএল নং ২০। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : আজমত আলি, আসগর আলি এবং আবদুর রহমানের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সীমা পাঁচিল এবং চলার পথ, পূর্বে : মহ আনওয়ার মহ ইসরাফিল এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : জমি আরএস প্লট নং ১৪১৬৫ (অংশ) এবং ১৪১৫৫ (অংশ)।	ক) ২৭.০২.২০২৪ খ) ০৭.০৮.২০২৩ গ) ৯,২৯,২৯৩.৮৩ টাকা **(নয় লাখ উনত্রিশ হাজার দুশো তিরানব্বই টাকা এবং তিরাশি পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ২৭.০২.২০২৪
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ
৮, জি. টি. রোড, উদরেজ ভবন
১ম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ইমেল : apcargarden.asansol@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ১৫.০৩.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নে বর্ণিত বকেয়া সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ঋণগ্রহীতা : ১. মেসার্স এ এম পি এম সার্ভিস স্টেশন, স্বত্বা : নাদিম ইকবাল পিতা আবদুল জব্বর, ৭০ ডা. এম এন সাহা রোড, হাটন রোড, অমরসরিয়া এনক্লেভের বিপরীতে, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০১। ২. নাদিম ইকবাল (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা আবদুল জব্বর হাটন রোড, আসানসোল, পিন: ৭১৩৩০১। জামিনদাতা : সৈয়দ মহ রইস মসজিদ বাড়ি লেন, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০১। খ) আপকার গার্ডেন শাখা	ফ্ল্যাট নং এ-২, ২য় তল, অবস্থিত এম এফ প্লাজা, এস পি মুখার্জি রোড, আসানসোল, মুরগাসোল গুরুদ্বারার নিকট, পুরানো ওয়ার্ড নং ১৯, এবং নতুন ওয়ার্ড নং ৪১, আসানসোল পুরসভা কর্পোরেশন, জেএল নং ৩৫, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট, সমুদয় অংশ প্রেমিসেস জমির পরিমাণ এরিয়া ২৮ ডেসিমেল অবস্থিত আরএস প্লট নং ৯৫১ অংশ , আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, এলআর প্লট নং ১১৪৪, এলআর খতিয়ান নং ২৩১৯, পাঁচতলা বসবাসের (জি-৪) তথা বাণিজ্যিক ভবন উল্লেখ্য দান দলিল নং ৮৫৯। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক এবং শ্রী আর পি শাউ এর ভবন, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : শ্রী কালীদাস ভট্টাচার্যর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : এস পি মুখার্জি রোড সমন্বিত।	১,০৪,২৫,৮৫৭.০০ টাকা (এক কোটি চার লাখ পঁচিশ হাজার আটশ সাতান্ন টাকা) ২৭.০২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ২৮.০২.২০২৪ থেকে	ক) ১২,৫০,০০০.০০ টাকা (*) (বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) ১,২৫,০০০.০০ টাকা (এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50435052623 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
২	ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স সায়ন অটো সেন্টার, স্বত্বা : শ্রী তাপস আচার্য, পিতা শ্রী নিরোদবন্ধু আচার্য, নবীনপল্লি, মহীশিলা, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৩। জামিনদাতা : শ্রীমতি মুনমুন আচার্য স্বামী শ্রী তাপস আচার্য নবীনপল্লি, মহীশিলা, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৩। খ) আপকার গার্ডেন শাখা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ২ কাঠা কমবেশি জমি সম্পত্তি শ্রী তাপস আচার্যর নামে, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং : ১-৮৯২৩ তারিখ ০৪.৮.২০১২, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও- আসানসোল, অবস্থিত মৌজা-মহীশিলা, জেএল নং ৩৭, এলআর প্লট নং ৪৯৩/৩৫৮২, এলআর খতিয়ান নং ১২৮১, ওয়ার্ড নং ৩৬-আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে সত্রী মাজির সম্পত্তি, দক্ষিণে : সাজোনি সেন এবং ভানু ভদ্রর সম্পত্তি, পূর্বে : শ্রী পি বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : শ্রী রণঞ্জিৎ মজুমদারের সম্পত্তি সমন্বিত।	৮৪,৪২,৫০১.০০ টাকা (চুরাশি লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ এক টাকা) ২৭.০২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ২৮.০২.২০২৪ থেকে	ক) ১৫,০০,০০০.০০ টাকা (*) (পনের লাখ টাকা) খ) ১,৫০,০০০.০০ টাকা (এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50259298690 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
৩	ক) শ্রীমতি নিবেদিতা ব্যানার্জি স্বামী শ্রী সুদীপ্ত ব্যানার্জি ফ্ল্যাট নং ৩, পঞ্চম তল, শুভশ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, আপকার গার্ডেন, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৪। আরও ঠিকানা : একতলা, ফ্ল্যাট নং ১/৩, নারায়ণী এনক্লেভ, আপকার গার্ডেন, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৪ খ) আপকার গার্ডেন শাখা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৩, পঞ্চমতলে, শুভশ্রী অ্যাপার্টমেন্টে, আপকার গার্ডেন, আসানসোল, আরএস প্লট নং ৫৫৮, আরএস খতিয়ান নং ১৪৯২২, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, ফ্ল্যাট এরিয়া ৮০০ বর্গফুট, থানা : আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, আসানসোল পুরসভা অধীন রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৫৪৯৫ তারিখ ৮ আগস্ট ২০১৭। **চৌহদ্দি নিম্নমতে :** উত্তরে : শ্রী নাগের জমি এবং ভবন আরএস প্লট নং ৫৫৯, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : শ্রী ব্যানার্জির জমি এবং ভবন আরএস প্লট নং ৫৫৭ স্থিত।	১২,২৬,২৭৮.০০ টাকা (বারো লাখ ছাব্বিশ হাজার দুশো আটাত্তর টাকা) ২৭.০২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ২৮.০২.২০২৪ থেকে	ক) ১৩,০০,০০০.০০ টাকা (*) (তেরো লাখ টাকা) খ) ১,৩০,০০০.০০ টাকা (এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50398151227 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিতর জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং - ৭৫০৭৭ ৩৩০০৬

পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ২৯.০২.২০২৪ থেকে ০১.০৩.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৫.০৩.২০২৪ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapiop@mstcecommerce.com এবং ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০ ৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৭.০২.২০২৪
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি,
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২০.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**শ্রী দেবার্য্য চ্যাটার্জি পিতা শ্রী দেব কুমার চ্যাটার্জি, ফ্ল্যাট নং ৩০২ এ, বসন্ত বাস, ৪র্থতল, ৯৩, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, পো এবং থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, ৭১১১০২, পব। শ্রীমতি জ্যোতি চ্যাটার্জি, স্বামী শ্রী দেবার্য্য চ্যাটার্জি, ফ্ল্যাট নং ৩০২ এ, বসন্ত বাস, ৪র্থতল, ৯৩, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, পো এবং থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, ৭১১১০২, পব। শাখা : রাধাগোবিন্দনগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২ বিএইচকে বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৭৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৪র্থ তলে ফ্ল্যাট নং ৩০২ এ, "বসন্ত বাস" ভবনে, জেএল নং ১০৪, সিট নং ৮০, আরএস দাগ নং ৮৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৪, ৭১ এবং ৭৭, হাওড়া পুরসভার হোল্ডিং নং ৯৩, ওয়ার্ড নং ৩৮, থানা : শিবপুর, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, হাওড়া, পব, দলিল নং ০৫০১০০৬৫০-২০১৮ সালের তারিখ ০৫.০২.২০১৮ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২৯২৩৫ থেকে ২৯২৭৮, শ্রী দেবার্য্য চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতি জ্যোতি চ্যাটার্জির নামে সমুদয় সম্পত্তি।	৩০৯৩২২৪.০০ টাকা **(তিরিশ লাখ তিরানব্বই হাজার দুশো চব্বিশ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং **২৯.০২.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২০,০০,০০০ টাকা** (কুড়ি লাখ টাকা) খ) **২,০০,০০০ টাকা** (দুই লাখ টাকা) গ) **২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50429728805** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**
২	**শ্রী বিধান মন্ডল পিতা শ্রী ফটিক মন্ডল, ২৯, তারকেশ্বর পল্লি, ভদ্রেশ্বর, হুগলি, পব, ৭১২১২৪; শ্রীমতি গীতা মন্ডল (জামিনদাতা) পিতা শ্রী ফটিক মন্ডল, ২৯, তারকেশ্বর পল্লি, ভদ্রেশ্বর, হুগলি, পব, ৭১২১২৪। শাখা : সারদাপল্লি।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪২১ বর্গফুট কমবেশি ৫মতলে, ফ্ল্যাট নং এ, মৌজা : ভদ্রেশ্বর, জেএল নং ১২, আরএস দাগ নং ৩২৭২ আরএস খতিয়ান নং ১০ এলআর দাগ নং ৪৯২৯, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৪/২, এবং আরএস দাগ নং ৩২৭৪ আরএস খতিয়ান নং ২০৫, জেএল নং ১২, আরএস খতিয়ান নং ২০৫১, এলআর খতিয়ান নং ১৯৯৪, আরএস দাগ নং ৩২৭৪, এলআর দাগ নং ৪৯৩০ আরএস খতিয়ান নং ১০, এলআর খতিয়ান নং ২৪৩, হাল এলআর খতিয়ান নং ২৩৩৩, ৫৯৬১ (শ্রী কৌশিক চক্রবর্তীর নামে) এবং ৫৯৬২ (শ্রীমতি রাধা চক্রবর্তীর নামে) আরএস দাগ নং ৩২৭২, হাল এলআর দাগ নং ৪৯২৮, হোল্ডিং নং ৮২, তারকেশ্বর পল্লি, কেজিআরএস পথ, ওয়ার্ড নং ১৪ চাঁপদানি পুরসভা অধীন, থানা : ভদ্রেশ্বর, জেলা : হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০৪০১৭৭৭-২০১৭ সালের,তারিখ ০২.০৬.২০১৭,বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৪-২০১৭,পৃষ্ঠা ৩৫৪৮৩ থেকে ৩৫৫১৪ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চন্দননগর, শ্রী বিধান মন্ডলের নামে সমুদয় সম্পত্তি।	১১১১০২৯.০০ টাকা **(এগার লাখ এগার হাজার উনত্রিশ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং **২৯.০২.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৭,০০,০০০ টাকা** (সাত লাখ টাকা) খ) **৭০,০০০ টাকা** (সত্তর হাজার টাকা) গ) **১০,০০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50389324634** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**
৩	**শ্রী অভিজিৎ বাগুই পিতা শ্রী অজিত বাগুই, গ্রাম মহাদেবপুর, পালপাড়া পো. মণিরামপুর, থানা - চণ্ডীতলা, জেলা - হুগলি, পব ৭১২৩০৪ শ্রীমতি জবা বাগুই পিতা শ্রী অভিজিত বাগুই, গ্রাম মহাদেবপুর, পালপাড়া পো. মণিরামপুর, থানা - চণ্ডীতলা, জেলা - হুগলি, পব ৭১২৩০৪ শাখা : বারুইপাড়া**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৭ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা-মাধবপুর, জেএল নং ৭৪, হাল এলআর খতিয়ান নং ৪৬৪/১, সাবেক দাগ নং ১২৩৬, হাল দাগ নং ১৩১৭, বাকসা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- চণ্ডীতলা, জেলা- হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৬৩৫১-২০১১ সালের, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১৬০৫ থেকে ১৬১৪, এডিএসআর জনাই, অনুযায়ী অভিজিৎ বাগুইয়ের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সৃষ্টি ধর বাগুই এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** অজিত বাগুই এর সম্পত্তি, **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** পূর্ণ ঘোষের সম্পত্তি সমন্বিত।	১৪৩৭৭৭৪.০০ টাকা **(চোদ্দ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার সাতশ চুয়াত্তর টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং **২৯.০২.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১৪,৬১,০০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ একষট্টি হাজার টাকা) খ) **১,৪৬,১০০ টাকা** (এক লাখ ছেচল্লিশ হাজার একশ টাকা) গ) **২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB6850297668** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতকী দখলীকৃত**
৪	**শ্রী রূপক ভট্টাচার্য পিতা শ্রী অনিল ভট্টাচার্য, চক্রবর্তীনগর বড়বেহেরা (পাম্প হাউসের নিকট), পো. কানাইপুর, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পব-৭১২২৪৬ শ্রীমতি শুক্লা ভট্টাচার্য, স্বামী শ্রী রূপক ভট্টাচার্য চক্রবর্তীনগর, বড়বেহেরা (পাম্প হাউসের নিকট), পো. কানাইপুর, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পব-৭১২২৪৬ শাখা : শ্রীরামপুর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- বড়বাহেরা, জেএল নং ৫, আরএস দাগ নং ১৫৪৩, এলআর দাগ নং ১৪৩৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৩৬, এলআর খতিয়ান নং ২৫০৬, (পুরানো), ৪৩৫০ (নতুন) কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত-এডিএসআর - শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০১০৮৫- ২০০৫ তারিখ ১৪.০২.২০০৫, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ২১৪৫০ থেকে ২১৪৬৮ অনুযায়ী রূপক ভট্টাচার্যর নামে সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৫ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণে : রতন ভট্টাচার্যর সম্পত্তি, পূর্বে : প্রদীপ ভট্টাচার্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : প্রয়াত সুশঙ্ক বিমল দাস সমন্বিত।	১৬৫৭০৮২.০০ টাকা **(ষোলো লাখ সাতান্ন হাজার বিরাশি টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং **২৯.০২.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২০,০০,০০০ টাকা** (কুড়ি লাখ টাকা) খ) **২,০০,০০০ টাকা** (দুই লাখ টাকা) গ) **২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50485715640** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতকী দখলীকৃত**
৫	**মেসার্স অনিষা হার্বাল ইন্ডিয়া, স্বত্বাধিকারী শেখ আনসার আলি, পিতা শেখ সেকেন্দার, গ্রাম - পাভুয়া বোসপাড়া, পো. এবং থানা - পাভুয়া, জেলা - হুগলি, ৭১২১৪৯, পব রুকসানা বিবি (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) স্বামী শেখ আনসার আলি, গ্রাম - পাভুয়া বোসপাড়া, পো. এবং থানা - পাভুয়া, জেলা - হুগলি, ৭১২১৪৯, পব শাখা : পাভুয়া**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ২ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা- পাভুয়া, জেএল নং ১০৮, এলআর খতিয়ান নং ১১৬০৭, এলআর দাগ নং ৪১১৭, পাভুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-পাভুয়া, জেলা-হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর পাভুয়া, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬১৬০২৯৮৯- ২০১৮ তারিখ ২০.১২.২০১৮, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১৬-২০১৮, পৃষ্ঠা ৫৩৪০৬ থেকে ৫৩৪২৬, অনুযায়ী রুকসানা বিবির নামে সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** মহ আলি হোসেন এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** কংক্রিট রোড, **পূর্বে :** শেখ মঞ্জিলের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** কংক্রিট রোড সমন্বিত।	১২৪৮৩৩৮.০০ টাকা **(বারো লাখ আটচল্লিশ হাজার তিনশ আটত্রিশ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং **২৯.০২.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১৩,৫০,০০০ টাকা** (তেরো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) **১,৩৫,০০০ টাকা** (এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) গ) **২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50506180430** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতকী দখলীকৃত**
৬	**মেসার্স বুনোমাতা ভান্ডার স্বত্বাধিকারী শ্রী রাজেন্দ্র কুমার সাধুখাঁ, পিতা সুভাষ চন্দ্র সাধুখাঁ, গ্রাম : ডুমুরদহ, পো : খামারগাছি এবং থানা : বলাগড়, জেলা : হুগলি, ৭১২৫১৫, পব। শ্রী রাজেন্দ্র কুমার সাধুখাঁ, পিতা সুভাষ চন্দ্র সাধুখাঁ, স্বত্বাধিকারী মেসার্স বুনোমাতা ভান্ডার, গ্রাম : ডুমুরদহ, পো : খামারগাছি এবং থানা : বলাগড়, জেলা : হুগলি, ৭১২৫১৫, পব। শাখা : ডুমুরদহ।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : ডুমুরদহ, জেএল নং ১২৪, আরএস খতিয়ান নং ৯৩২, এলআর খতিয়ান নং ৯০৭, সাবেক এলআর খতিয়ান নং ১৪০৩, আরএস দাগ নং ৮৩৩/১৮৩৭, এলআর দাগ নং ৯৭৪, ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর-১ পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বলাগড়, জেলা : হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ৬০৪১-২০০৮ তারিখ ২৪.১২.২০০৮, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৪, পৃষ্ঠা ১৬১৪ থেকে ১৬২৬, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর হুগলি, রাজেন্দ্র কুমার সাধুখাঁ এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, **দক্ষিণে :** রাজেন্দ্র কুমার সাধুখাঁর সম্পত্তি, **পূর্বে :** পতিত পাবন সাধুখাঁর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সুধীর ঘোষের সম্পত্তি।	১০৭০৯৩৩.০০ টাকা **(দশ লাখ সত্তর হাজার নশো তেত্রিশ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং **২৯.০২.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৯,৫০,০০০ টাকা** (নয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) **৯৫,০০০ টাকা** (পঁচানব্বই হাজার টাকা) গ) **১০,০০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50104270966** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৯.০২.২০২৪ থেকে ১৯.০৩.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২০.০৩.২০২৪; সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৯.০২.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মাওবাদী হামলার ঘটনায় ১৩ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ২০১০ সালে শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে মাওবাদী হামলা মামলায় অভিযুক্ত ২৩ জন মাওবাদীর মধ্যে বুধবার ১৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিলেন মেদিনীপুর আদালতের ষষ্ঠ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক সালিম শাহী। তার এজলাসে জেলবন্দি ১৩ জন অভিযুক্তকে পেশ করা হয়। সরকার পক্ষের আইনজীবী দেবাশিস মাইতি বলেন,

আইপিসি-র ১২০, ১২১, ১২০এ ১২২, ১৬, ১৮-সহ একাধিক ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছে। মোট ৭০ জন সাক্ষ্য দিয়েছে। আদালতের ষষ্ঠ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক ১৩ জনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার পর তাদের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার বাকি ১০ জনের আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য শোনার পর তাদেরও সাজা ঘোষণা করা হবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ

১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ৩০.০৩.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার এবং শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত শাখা : উস্তি শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ, উত্তর পূর্ব কোনে, তৃতীয় তলে, পরিমাণ ৭০১ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমির পরিমাণ ০৬ (ছয়) কাঠা ০২ (দুই) ছটাক ০৭ (সাত) বর্গফুট কমবেশি , ০২ (দুই) বেড রুম, ০১ (এক) ডাইনিং তথা কিচেন, ০১ (এক) বাথ এবং প্রিভি, ০১ (এক) ডব্লুসি এবং ০১ (এক) বারান্দা এবং ০১ (এক) ঢাকা সিমেন্টের মেঝে সমন্বিত কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাণ ১২০ বর্গফুট কমবেশি এবং সংশ্লিষ্ট সকল ফিটিংস এবং ফিক্সচার ব্যবহার সুবিধা সহ অবস্থিত মৌজা-সরসুনা, জেএল নং ১৭ এবং আরএস নং ৪৮৬, দাগ নং১২৫৩ এবং ১২৫৫, খতিয়ান নং ১১৭৮, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা-ঠাকুরপুকুর (বর্তমানে সরসুনা), কলকাতা- ৭০০০৬১, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২০৮৭৮ থেকে ২২০৯২৭, দলিল নং ১৯১০৫৩২১-২০১৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাস্যুরেন্স অফিস এ আর এ-১ কলকাতা, সম্পত্তি শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত স্বামী মানস দত্তর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নমতে :** উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৯, ব্যানার্জি পাড়া রোড, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৭৩/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড সমন্বিত।	৬০,৯০,৫৫৯.০০ টাকা (ষাট লাখ নব্বই হাজার পাঁচশ উনষাট টাকা) ১৮.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৭,০৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,৭০,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50450407500 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩০ মার্চ ২০২৪ (৩০.০৩.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com**।

সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।

ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতাগণের-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৯.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৬.০৩.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৬.০৩.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৭,২৬,৯১,৫৫২.০০ টাকা (সাত কোটি ছাব্বিশ লাখ একানব্বই হাজার পাঁচশ বাহান্ন টাকা)** পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি., রেজি. অফিস : ১৩/৩, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা - ৭০০০৪৬, ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ : জৈনাব খালিদ (প্রথম স্ত্রী),** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, **আইনি উত্তরাধিকারীগণ : ১) খালিকা এবাদুল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **২) মদিহা এবাদুল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **৩) শিফা এবাদুল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **সকলের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হার্টেজ শ্রীজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বসকো স্কুলের নিকট, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৪) মহ. সানাউল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, মুসলিম বস্তি, যতীনগড়, থানা - জগন্নাথপুর, পশ্চিম সিংভূম, ঝাড়খন্ড - ৮৩৩২১৪ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৫) সাবিয়া রহমান,** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ১৯, ওস্তাদ এনায়েত খান এভিনিউ, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৭ **৬) সিদ্দিকা বানু,** প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহর মা, **ঠিকানা :** মৌলানাগোড়া, পো. এবং থানা - ছামপুয়া, কেওনঝড়, ওড়িশা - ৭৫৮০৪১ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা : ১) খালিদ এবাদুল্লাহ (প্রয়াত), ২) তানবীর এবাদুল্লাহ ৩) জৈনাব খালিদ** মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি., ৩ মেহের আলি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি ১ : বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ৪১, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, (মেট্রো), : ১০২০ বর্গফুট, স্বত্বাধিকারী : মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা লি, কোম্পানি, স্বত্ব দলিল নং ১-০৪৭৭, রেজিস্ট্রিকৃত ৪ মার্চ-০৪ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **সংরক্ষিত মূল্য পরিমাণ : ২৩,১৫,০০০.০০ টাকা, (ইএমডি পরিমাণ ২,৩১,৫০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত)।**

সম্পত্তি ২ : বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৩য়তল, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, : ১২০০ বর্গফুট, খালিদ এবাদুল্লা (প্রয়াত), স্বত্বদলিল নং ১-১৫২৫০/২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত ১৩ নভে -০৬ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার দক্ষিণ ২৪ পরগনা আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **সংরক্ষিত মূল্য পরিমাণ : ২৭,২৩,০০০.০০ টাকা, (ইএমডি পরিমাণ ২,৭২,৩০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত।**

সম্পত্তি ৩ : বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৪র্থতল, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, (মেট্রো) : ৬০০ বর্গফুট, স্বত্বাধিকারী : খালিদ এবাদুল্লা (প্রয়াত), স্বত্বদলিল নং ১-১৫২৪৯, রেজিস্ট্রিকৃত ১৩ নভে -০৬ তারিখে, অ্যাডি. রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স-১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, **সংরক্ষিত মূল্য পরিমাণ : ১৪,১৬,০০০.০০ টাকা, (ইএমডি পরিমাণ ১,৪১,৬০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত)।**

সম্পত্তি ৪ : বসবাসের ভবন : হোল্ডিং নং ১০৬, মৌজা গোবরা, ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৫৯, থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৪৬, (মেট্রো), : এরিয়া ২ কাঠা ২ ছটাক ২১ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ এরিয়া ১৩০ বর্গফুট দলিল অনুযায়ী (বর্তমানে সেকানে চারতলা ভবন), স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি জাইনব সুলতানা, মালিক, স্বত্বদলিল নং ১-০৬৬০/২০০৪, রেজিস্ট্রিকৃত ১৮ ফেব্রুয়ারি ০৪ তারিখে, অ্যাডি. সাব রেজিস্ট্রার-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **সংরক্ষিত পরিমাণ ২,১৫,৬৩,০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ ২১,৫৬,৩০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ২৫,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত)।**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৮.০৩.২০২৪

SARB FILE NO. 19522/JN, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭ ১৩২৯৭

সম্পত্তি নং ১ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ২ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ৩ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ৪ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: **https://ibapi.in** দেখুন।

তারিখ : ২৯.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
বি-৮/৩৫ সিএ কল্যাণী, ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট, আইটিআই মোড়
ঘোষপাড়া, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৩৫
ই-মেল : K546@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **১৫.০৪.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **২২,০১,৭৯৭.২৫ টাকা** (বাইশ লক্ষ এক হাজার সাতশো সাতানব্বই টাকা এবং পঁচিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১৯,২৬,৫৯০.২১ টাকা + ২,৭৫,২০৭.০৪ টাকা ২৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স দেবনাথ মিল্ক এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী টুলু দেবনাথ,** রায় গেট, শ্যাম প্রসাদ পল্লী, পোস্ট- পলাশী, থানা - বিজাপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭৪৩ ১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ -এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা। ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স দেবনাথ মিল্ক এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী: মিসেস টুলু দেবনাথ ২. ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা: শ্রীমতী টুলু দেবনাথ (মেসার্স দেবনাথ মিল্ক এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী) ৩. গ্যারান্টার শ্রী সত্য রঞ্জন দেবনাথ ৪. গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা: শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ, পিতা- সত্য রঞ্জন দেবনাথ সকলেরই ঠিকানা: রায় গেট, শ্যাম প্রসাদ পল্লী, পোস্ট - পলাশী, থানা - বিজাপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭৪৩ ১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ। খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা	**বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ১ :** মৌজা- ভালুকা, জেএল নং ১, দাগ নং ২১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৭, আরএস নং ৪৪, সিএস খতিয়ান নং ২৯৭, কৃ খতিয়ান নং ৪৯৭ মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত ৪ কাঠা জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এডিএসআরও - আমডাঙ্গা, স্বত্ব দলিল নং আই/০৭৫৯৫ তারিখ- ২০.১২.২০১১ **শ্রী সঞ্জয় দেবনাথের নামে** পিতা-সত্যরঞ্জন দেবনাথ, **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে-কমন প্যাসেজ, দক্ষিনে- শ্রীমতী টুলু দেবনাথ এর প্লট, পূর্ব - সঞ্জু বালা দত্তের সম্পত্তি এবং পশ্চিম - কৃষ্ণ কান্ত বালা দ্বারা। **বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ২ :** মৌজা- ভালুকা, জেএল নং ১, দাগ নং ২১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৭, আরএস নং ৪৪, সিএস খতিয়ান নং ২৯৭, কৃ খতিয়ান নং ৪৯৭ মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত ৪ কাঠা জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এডিএসআরও - আমডাঙ্গা, স্বত্ব দলিল নং আই/৯২৮ তারিখ- ২০.০২.১৯৯১ **শ্রীমতী টুলু দেবনাথ এর নামে,** স্বামী- সত্যরঞ্জন দেবনাথ, **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- পি সরকারের সম্পত্তি, নিকুঞ্জ দেবনাথের দক্ষিণ সম্পত্তি, পূর্ব - নিকুঞ্জ দেবনাথের সম্পত্তি এবং পশ্চিমে - রবীন্দ্রনাথ বালার সম্পত্তি দ্বারা। **বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ৩ :** মৌজা- ভালুকা, জেএল নং ১, দাগ নং ২১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৭, আরএস নং ৪৪, সিএস খতিয়ান নং ২৯৭, কৃ খতিয়ান নং ৪৯৭ মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত ৪ কাঠা ১০ ছটাক জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এডিএসআরও - আমডাঙ্গা, স্বত্ব দলিল নং আই/০২৪১৯ তারিখ- ০৮.১২.২০০৮ **শ্রীমতী টুলু দেবনাথ এর নামে,** স্বামী- সত্যরঞ্জন দেবনাথ, **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ - নিকুঞ্জ দেবনাথের সম্পত্তি, পূর্ব - সঞ্জু বালা দত্তের সম্পত্তি এবং পশ্চিম- সত্য দেবনাথের সম্পত্তি দ্বারা।	২২,০১,৭৯৭.২৫ টাকা (বাইশ লক্ষ এক হাজার সাতশো সাতানব্বই টাকা এবং পঁচিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১৯,২৬,৫৯০.২১ টাকা + ২,৭৫,২০৭.০৪ টাকা ২৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ	**সম্পত্তি ১ :** ক) ৫.৯৪ লক্ষ টাকা (পাঁচ লক্ষ চুরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) ০.৬০ লক্ষ টাকা (যাট হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB300543880861 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল **সম্পত্তি ২ :** ক) ৫.৯৪ লক্ষ টাকা (পাঁচ লক্ষ চুরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) ০.৬০ লক্ষ টাকা (যাট হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB300543880862 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল **সম্পত্তি ৩ :** ক) ৬.৮৭ লক্ষ টাকা (ছয় লক্ষ সাতাশি হাজার টাকা মাত্র) খ) ০.৭০ লক্ষ টাকা (সত্তর হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB300543880863 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ১৫.০৪.২০২৪; সময় - দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা

ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** -এ যোগাযোগ করুন।

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৮.০২.২০২৪
স্থান : কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(ডিসেম্বর 4ঠা 2023 থেকে কার্যকর, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেডের সঙ্গে অভিনিবেশ দ্বারা একত্র হওয়ার পন্থার দ্বারা দ্য স্কীম অফ অ্যামালগামেশন অধীনে পূর্বেকার, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড)
পঞ্জীকৃত কার্যালয় : এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেড, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
শাখা কার্যালয় : কোলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তির বিক্রীর জন্যে পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যাণ্ড রিকনষ্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট আইন, 2002 [54 অফ 2002] এবং কথিত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে ইহার বকেয়া, উপরন্তু সুদ, মাসুল ও খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্যে **''পাবলিক অকশন''** পন্থার দ্বারা **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন অবস্থায়''** থাকার ওপর নিম্নলিখিত সম্পত্তি অকশন করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার(সমূহ)	বাস্তবিক দখল নেওয়া	বায়নার টাকা জমারাশির 10% বা RP'র অধিক (টাকায়)	26.02.2074 তারিখের হিসাবে মোট বাকি-পড়া বকেয়া	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	পরিদর্শনের তারিখ	অকশনের তারিখ ও সময়
1. মেসার্স ওম অ্যাসোসিয়েটস 2. এনাক্ষী ঘোষ 3. অজিত সেন 4. সন্ধ্যা ঘোষ 5. শ্রাবন্তী ঘোষ 6. সায়ন্তী ঘোষ	সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চৌহদ্দি, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ – 700 096 মধ্যে পরিসর নং 67, গোষ্টতলা, থানা রিজেন্ট পার্ক, জেলা – দক্ষিণ 24 পরগণা, ওয়ার্ড নং 111'তে মৌজা – ব্রহ্মপুর, জে.এল. নং 48, তৌজি নং 60, আর.এস. নং 169, খতিয়ান নং 558, দাগ নং 145'য়ে অবস্থিত ও অধিষ্ঠিত 2 কাঠা ও 25 বর্গফুট পরিমাপের জমি। পরিঃসীমা — পূর্ব: 12 ফুট চওড়া প্যাসেজ; পশ্চিম: দাগ নং 146; উত্তর: প্লট নং 8; দক্ষিণ: প্লট নং 6, দাগ নং 145 এবং 148	KOLHL18 000077	19শে জানুয়ারী 2024	টাঃ 2,93,180.10	টাঃ 3,442,235.92 /-	টাঃ 29,31,801	30-03-2024	05-04-2024 সকাল 10টা থেকে বিকেল 5:30
1. মেসার্স রিলায়েবল প্রাইয়োরিটি সার্ভিস (ইহার মালিক সুব্রত কর মাধ্যমে) 2. সুব্রত কর 3. শিউলী কর 4. সুপর্ণা কর	সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : প্রায় 02 কাঠা, 14 ছটাক ও 25 বর্গফুট পরিমাপের জমি সহ একত্রে যার ওপর দণ্ডায়মান প্রায় 450 বর্গফুট পরিমাপের টিন শেড কাঠামো, যা মৌজা চাকদহে, খতিয়ান নং 47, জে.এল. নং 44, আর.এস. নং 274, তৌজি নং 351 অন্তর্গত দাগ নং 171'র অংশ গঠন করছে, যেটা থানা পুরনো টালিগঞ্জ তারপর যাদবপুর এখন রিজেন্ট পার্ক, জেলা 24 পরগণা (দক্ষিণ) অধীনে বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 32, তালবাগান ও বাবুপাড়া (কর অনুসারে) হিসাবে জ্ঞাত ও নাম্বারযুক্ত, কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চৌহদ্দির মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 114 অন্তর্গত। পরিঃসীমা — পূর্ব: পরিসর নং 33, তালবাগান বাবুপাড়া; পশ্চিম: পরিসর নং 192, তালবাগান বাবুপাড়া; উত্তর: কে এম সি রোড; দক্ষিণ: অজিত ব্যানার্জী'র সম্পত্তি	H172992 90721051 833, H172992 90721051 833L, H172993 00721124 005, KOLHL20 000185	19শে ডিসেম্বর 2023	টাঃ 5,55,366.40/-	টাঃ 73,99,850.20/-	টাঃ 55,53,664 /-	30-03-2024	05-04-2024 সকাল 10টা থেকে বিকেল 5:30
1. মেসার্স বসুন্ধরা 2. সুশনয় পাল 3. পিঙ্কী পাল 4. মেসার্স এস.পি.টেলিকম	সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : মৌজা – নগরথুবা, জে.এল. নং 81, দাগ নং 140/699, হাল দাগ নং 188, সাবেক খতিয়ান নং 146, এল.আর. খতিয়ান নং 1493,1494, ওয়ার্ড নং 17, হোল্ডিং নং 192বএন, রাস্তা বরালিয়া রোড, থানা – হাবরা, হাবরা পৌরসভার অন্তর্গত, উত্তর চবিবশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ – 743 263। পরিঃসীমা — পূর্ব: মাণিক কুণ্ডু'র সম্পত্তি; পশ্চিম: 6 ফুট চওড়া প্যাসেজ; উত্তর: নারায়ণ সাহা'র সম্পত্তি; দক্ষিণ: শিশির বালা'র সম্পত্তি	KOLHL18 000478	9ই ডিসেম্বর 2023	টাঃ 3,30,709.10	টাঃ 7,279,870.39 /-	টাঃ 33,07,091	30-03-2024	05-04-2024 সকাল 10টা থেকে বিকেল 5:30
1. মেসার্স শ্রী প্যালেস 2. রূপশ্রী রায় 3. বিকাশ রায়	সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : হোল্ডিং নং 25, কুণ্ডু বাগান, ঈশ্বর চ্যাটার্জী রোড, সুকচর, খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্গত, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ – 700 110। পরিঃসীমা — পূর্ব: শ্রী শঙ্কর কুণ্ডু'র G+1 তল বাড়ী; পশ্চিম: অন্যদের সম্পত্তি; উত্তর: 8 ফুট চওড়া পৌরসভার রাস্তা; দক্ষিণ: শ্রী শ্যামল ঘোষ'র একতলা বাড়ী	KOLHL18 000434, KOLHL20 000171	18ই ডিসেম্বর 2023	টাঃ 1,66,204.60	টাঃ 71,06,386.37	টাঃ 16,62,046	30-03-2024	05-04-2024 সকাল 10টা থেকে বিকেল 5:30

পাবলিক অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলী

1. পাবলিক ই-অকশন মোড সহায়তা ও মাধ্যমে SARFAESI আইনের বিধান অধীনে Shttps://sarfaesi.E-auctiontiger.net ওয়েবসাইট মাধ্যমে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা অনলাইন ই-অকশন সেল সঞ্চালিত হচ্ছে।
2. পাবলিক ই-অকশন এরমধ্যে উপরে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে সঞ্চালিত হবে, যখন উপরে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদবসমূহ **''যেখানে যেমন'' ভিত্তিতে এবং ''যেখানে যেমন থাকা''** অবস্থায় বিক্রী হবে।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্যে, আগ্রহী ক্রেতাবদরদাতাদের প্যানকার্ড, কোম্পানীর ক্ষেত্রে বোর্ড রেজুলেশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণের কপির সঙ্গে একত্রে সুরক্ষিত সম্পদের সংরক্ষিত মূল্যের ফেরৎযোগ্য বায়নার টাকা জমারাশির 10% পেমেন্টের বিশদ বিবরণ **04/04/2024** তারিখে বা তার পূর্বে দাখিল করতে হবে।
4. পাবলিক ই-অকশনে সফল না হওয়া অন্য সমস্ত দরদাতার EMD, পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার 7 দিনের মধ্যে LTHF দ্বারা ফেরৎ দেওয়া হবে। EMD কোনও সুদ বহন করবে না।
5. সফল ক্রেতা/দরদাতাকে তাঁর/ইহার অফারের 25% (EMD সমেত) মুম্বইয়ে প্রদেয়যোগ্য ''এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেডের'' অনুকূলে D.D./P.O পন্থার দ্বারা **05/04/2024** তারিখে, সন্ধে 6টার মধ্যে বা পূর্বে জমা দিতে হবে, অর্থা; ই-অকশনের দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে অর্থা; **06/04/2024** তারিখে, যে জমারাশি এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেড দ্বারা নিশ্চিত হতে হবেই, যেটার ব্যর্থতায় সেল ব্যর্থ হয়েছে বিবেচিত হবে এবং কথিত সফল দরদাতার EMD বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। অবশিষ্ট অর্থরাশি অর্থা; প্রদেয়যোগ্য ক্রয় মূল্যের 75% ক্রেতার দ্বারা পেড হবে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেডের প্রতি স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রীর নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনে বা তার পূর্বে বা আইনের বিধান অনুসারে এমন প্রসারিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক বিবরণের জন্যে, সম্ভাব্য দরদাতাগণ অনুমোদিত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থা; **''নাম – অঙ্কিত কুমার, ডিভিশনাল লিগ্যাল ম্যানেজার : লিটিগেশন – পশ্চিমবঙ্গ, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, থানা সৃজন টেক পার্ক, যোগাযোগ : 8789493214 এবং সন্তোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং 9920490126, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিঃ – কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400 098.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক বিড/অফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল বা ই-অকশন স্থগিত করতে পারেন উহার কোনও কারণ আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা/দরদাতা যেকোন বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, প্রদেয়যোগ্য ফী, ষ্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিষ্ট্রেশন ফী ইত্যাদি বহন করবেন, যেটা প্রযোজ্য আইন অনুসারে তাঁর/ইহার অনুকূলে সম্পত্তি হস্তান্তর/প্রদান হওয়া প্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যে পেড করা প্রয়োজনীয় হয়।
8. কথিত বাকি-পড়া বকেয়ার জন্যে দায়বদ্ধ ঋণগ্রহীতাবগ্যারেন্টার্স, উপরি উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশন সেলের হোল্ডিং সম্বন্ধে, সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল 8 (6) অধীনে একটা নোটিস হিসাবে এই সেল নোটিস গণ্য করবেন।
9. ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারেন্টার(গণ)/মর্টগেজর(গণ)'কে এতদ্বারা কথিত ই-অকশন তারিখের পূর্বে উপরে উল্লেখিত মতো বাকি-পড়া বকেয়া সমগ্র লোন পে করতে আহ্বান করা হচ্ছে, যার ব্যর্থতায়, SARFAESI আইন, 2002'য়ে বিন্যস্ত করা বিধান অনুসারে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ সম্পত্তি বিক্রী করবে।
10. ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারেন্টার(গণ)/মর্টগেজর(গণ)/সর্বসাধারণকে এতদ্বারা নোটিসে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদ, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেডের আগাম লিখিত সম্মতি ছাড়া বিক্রী, লীজ পন্থার দ্বারা বা অন্যথায় হস্তান্তর করা থেকে সংযত করা হচ্ছে।

তারিখ : 29.02.2024
স্থান : কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেডের পক্ষে

সন্দেশখালিবাসীর সমস্যার সুরাহা, বেড়মজুর পেল নবরূপে কাঠের সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: মানুষের লাগাতার আন্দোলনের জেরে দীর্ঘদিনের কাঠের সেতুর সমস্যার সমাধান হতে চলায় খুশি সন্দেশখালিবাসী। শুরু হল বিকল্প সেতুর কাজ। আগামীদিনে সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের বেড়মজুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা খালের উপর হবে পাকা ব্রিজ। পাশাপাশি পানীয় জলের সমস্যার সমাধানে ডিপ টিউবওয়েল বসানোর কাজও শুরু হয়ে গেল। আগামী ১০ দিনের মধ্যেই দাবিমতো ১৫টি পানীয় জলের কল বসবে সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকে। রাজ্য সরকারের এই উন্নয়নে খুশির হাওয়া গোটা সন্দেশখালি জুড়ে।

সন্দেশখালি'র বটতলা খালের উপরে ৩০ ফুট বাঁশের সেতু দীর্ঘদিন ধরে ভগ্ন দশায় ছিল। এই সেতু সংস্কার করার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। সেই টাকা তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেতুটি দিয়ে প্রতিদিন কাছারিপাড়া বটতলা, আড়িপাড়া, হালদারপাড়া সহ একাধিক গ্রামের কয়েকশো মানুষের, এমনকী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিশু বয়স্ক মানুষের যাতায়াত করত। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই সেই গুরুত্বপূর্ণ সেতু চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। মানুষের অভিযোগ শুনে ২৩ ফেব্রুয়ারি বিডিও সেতু পরিদর্শনে গেলে সেতু থেকে বিডিওর প্রতিনিধি খালে পড়ে যান। পরিস্থিতি দেখে বিডিও অরুণ কুমার সামন্ত সেখানে দাঁড়িয়েই উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে সাধারণ মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন কাঠের সেতু সংস্কারের। সেইমতই মঙ্গলবার থেকে বাঁশ শালের খুঁটি দিয়ে সেতুর কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অরুণ কুমার সামন্ত বলেন, ভগ্নদশার সেতুটি যেখানে ছিল তার পাশেই বিকল্প সেতু হিসেবে একটি অস্থায়ী কাঠের সেতু তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে মূল সেতুটি আছে সেটি ভেঙে সেখানে জেলা পরিষদের অর্থে পাকা ব্রিজ তৈরি হবে। তার ডিপিআর এর কাজ চলছে। আশা করছি কয়েক মাসের মধ্যেই স্থানীয় বাসীন্দারা স্থায়ী ঢালাই ব্রিজ পেয়ে যাবেন। তিনি আরও বলেন, পানীয় জলের জন্য এলাকার মানুষ ১৫টি আবেদন করেছিলেন। সেই মতো কর্মখালি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেড়মজুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে দুটি ডিপ টিউবওয়েল বসানো হচ্ছে এবং আগামী ১০ দিনের মধ্যে দাবি মতো ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় ১৩টি গভীর পানীয় জলের কল বসানো হয়ে যাবে। ব্রিজ ও পানীয় জলের কল পেয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে।

কেন্দ্র নাগরিকত্ব ইস্যু তুললেই মতুয়ারা বিরোধিতা করবে, হুঁশিয়ারি মমতাবালার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলা ছাড়া আর কোনও কিছুই করছে না বিজেপি। যতদিন বিজেপি সরকার নাগরিকত্ব ইস্যু তুলবে, ততদিন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ তার বিরোধিতা করবে বলে কাঁকসা থেকে ফের হুঁশিয়ারি দেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর।

বুধবার বিকেলে কাঁকসার আইলা পাড়াতে শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এবং জগৎ মাতা শান্তি দেবীর মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন মমতা বালা ঠাকুর। মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের তিনি পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এদিন সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষকে কী ভাবে সমস্যায় ফেলা যায়, সেই পরিকল্পনা করছে। গত দশ বছর ধরে নথিপত্র জমা দিতে গিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কী ভাবে তারা শান্তি ভাবে বসবাস করবে সেই নিয়ে চিন্তায় পড়েছে সাধারণ মানুষ।

তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার ফের নতুন করে সিএএ শুরু হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু এই বিষয়ে আজও তা কার্যকর হয়নি। বিজেপি শুধুমাত্র ভাঁওতাবাজি করে এবং ভয় দেখিয়ে চলেছে। কারণ সামনেই লোকসভা নির্বাচন। ফের বিজেপি নতুন করে স্লোগান তুলেছে 'ভোটটা আমাদের দাও আমরা তোমাদের নাগরিকত্ব দেব'। কিন্তু মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিজেপির ভাঁওতাবাজিতে কোনও মতেই পা দেবে না।

তাঁর দাবি, আগে বিল পাশ করুক ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে থেকে যাঁরা ভারতে রয়েছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হোক। সেই দিন ধরে যদি নাগরিকত্ব দেওয়া হয় তবে তাতে তাঁরা রাজি হবেন। তবে শর্ত এটাই থাকবে এই বিল পাশ হলে কোনও রকম নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র কোনও ভাবেই জমা নেওয়া হবে না। কারণ বর্তমানে জন্মের প্রমাণপত্র সহজে পাওয়া গেলেও আগে জন্মের প্রমাণপত্র পাওয়া যেত না। ফলে যার সন্তানদের জন্ম শংসাপত্র রয়েছে, তাঁদের পিতাদের বা পরিবারের প্রবীণদের জন্মের পরিচয়পত্র নেই। তা হলে তাঁদের কী হবে। তাঁরা তাঁদের জন্মের প্রমাণপত্র দেখাতে পারবেন না।

তিনি জানান, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই থাকবেন। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিরকাল মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের পাশে রয়েছেন এবং তাঁদের উন্নয়ন করে চলেছেন। তাঁদের আন্দোলনের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বারংবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

মৃত্যু গৃহবন্দি অসুস্থ সৌরভের শেষকৃত্যের দায়িত্বে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের রাজেন্দ্র অ্যাভিনিউ থার্ড লেনের গগন ভিলার বাসিন্দা শ্যামলী মুখোপাধ্যায় (৭৮) তার ছেলে সৌরভ (৫৫) ও মেয়ে নন্দিতা (চুমকি ৫০) মুখোপাধ্যায় নিজেদের গৃহবন্দি করেছিলেন গত বেশ কয়েকদিন ধরে। প্রায় না খেয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলেন তিনজনই। কতদিন তারা এভাবে ছিলেন, তা কেউ খোঁজ নেননি। প্রতিবেশীরা জানতে পারেননি। সৌরভ তাঁর এক আত্মীয়কে ফোন করে শুধু জানিয়েছিলেন, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। সেই আত্মীয় বৈষ্ণব দাস মুখোপাধ্যায় কিছু একটা হয়েছে আন্দাজ করে উত্তরপাড়ায় আসেন ৪ ফেব্রুয়ারি। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

আত্মীয় বৈষ্ণব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গৃহকর্তা গগন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর থেকে মানসিক অবসাদ তৈরি হয় পরিবারের। বাড়ি থেকে বেরনো বন্ধ করে দেন তাঁরা। কারও সঙ্গে যোগাযোগও ছিল না। আমাকে ফোন করে সৌরভ একদিন বলে দাদা আমার শরীর খুব খারাপ। একমাস আমরা কিছু খাইনি। একবার আসবে। আমি আসতে চাইলে বলে আজ পূর্ণিমা কাল এসো। তা সত্ত্বেও আমি আসি। দরজা খোলে না। একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকি তারপর কড়া নাড়ি। দরজা খুলেই বলে আর দু' দিন বাঁচব। আমি বলেছিলাম তুই মারা যদি যাস মা বোনকে কে দেখবে।'

গত সোমাবার আবার আসেন বৈষ্ণববাবু। দরজা বন্ধ থাকায় ভিতর থেকে সাড়া না পেয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর ও চেয়ারম্যানকে খবর দেন তিনি। পুলিশ ডাকেন চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ তিনজনকে উদ্ধার করে উত্তরপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই চিকিৎসা চলছিল তাঁদের। বুধবার ভোররাতে মৃত্যু হয় সৌরভের। তাঁর মা কিছুটা সুস্থ হলেও বোনের অবস্থা এখনও সংকটজনক।

বুধবার মৃত্যুর খবর পেয়ে চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব রাজেন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের ওই বাড়িতে যান। মৃতের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে হাসপাতালে যান। শেষকৃত্যের যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'এই ধরনের মৃত্যুতে নিজেদের অপরাধী মনে হয়। আমাদের পাড়ার একজন মানুষ তাঁরা কতদিন বাড়ি থেকে বের হননি, খাননি অসুস্থতা ছিল। কোনও প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলেননি কেউ জানতে পারেননি। সমাজে বা প্রশাসনের কারও কাছে কোনও সাহায্য চাননি এটা আমাদের কাছে খুব কষ্টের। সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যেই শুনবে তার কাছে খুবই কষ্টের। আমরা যখন জানতে পেরেছি তারপর কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি। গগনবাবুর স্ত্রী এবং মেয়ের চিকিৎসা চলছে আশা করব তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

এই প্রসঙ্গে এলাকার কাউন্সিলর উৎপলাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, 'ঘটনাটি খুব দুঃখজনক ভাবা যায় না। আমরা যখনই শুনেছি তখনই চেয়ারম্যানকে ফোন করে জানাই তিনি তড়িঘড়ি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তারপরে বুধবার ছেলেটির মৃত্যুর খবর। আমরা হাসপাতালে যাই সব ব্যবস্থা করি। পুরসভা সব ব্যবস্থা করেছে। মা একটু সুস্থ আছে। মেয়েও একটু ভালো আছে।'

কারখানা থেকে দূষিত গন্ধের অভিযোগ, পরিদর্শনে রাজ্য পলিউশন কন্ট্রোল দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় শিল্পতালুকের একটি বেসরকারি স্পিরিট তৈরির কারখানা থেকে দূষিত গন্ধ বের হওয়ার অভিযোগ পেয়ে বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ পানাগড় শিল্পতালুকের ওই বেসরকারি কারখানা পরিদর্শনে আসেন রাজ্য পলিউশন কন্ট্রোল দপ্তরের আধিকারিক চিরঞ্জীব দাঁ (রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ইঞ্জিনিয়ার বর্ধমান) ও কাঁকসা থানার পুলিশ, কাঁকসা ব্লকের স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি দল ও কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির একটি প্রতিনিধি দল এবং কাঁকসা বিডিও দপ্তরের একটি প্রতিনিধি দল। এই বিষয়ে গত কয়েকদিন আগে কাঁকসার বিডিওকে কংগ্রেস ও বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়।

এদিন কারখানায় প্রবেশ করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি গোটা কারখানা পরিদর্শন করে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তাঁরা দূষণের বিষয়ে যে অভিযোগ পেয়েছিলেন সেই বিষয়ে কোনও ত্রুটি তারা পাননি। নিয়ম মেনেই কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের উৎপাদনের কাজ করছেন। এরপরেই প্রতিনিধি দল পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক সংলগ্ন এলাকার আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম ঘুরে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের কী সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে সেই বিষয়ে কথা বলেন।

আধিকারিকদের কাছে পেয়ে এলাকার মানুষ তাঁদের সমস্যার কথা বলে তাঁরা দাবি করেন, মাঝেই প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়ায়, তবে সেটা রোজ না। সেই দুর্গন্ধের জেরে শিশুরা ঠিক করে শ্বাস নিতে পারে না। তাদের গা গুলিয়ে ওঠে। অনেকেই অসুস্থ বোধ করে। স্থানীয়দের কথা শুনে আধিকারিকরা তাঁদের যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বর দেন এবং যখনই দূষিত গন্ধ ছড়াবে সেই সময় তাঁদের জানালে তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সরেজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে গ্রামবাসীদের আশ্বাস দিয়ে যান।

বনগাঁর খুনের মামলায় নাম সন্দেশখালির অভিযুক্ত উত্তমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁর এক খুনের মামলায় নাম জড়াল সন্দেশখালি কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত উত্তমের। নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি উত্তমের। সন্দেশখালি কাণ্ডে অভিযুক্ত উত্তম সর্দারকে বুধবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হল। বনগাঁ মহকুমা আদালতে তাঁর আইনজীবী সঞ্জয় দাস জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের ২৪ অগস্ট বনগাঁর টেংরা করবি এলাকার ঝর্ণা মণ্ডল নামে এক মহিলা অভিযোগ করেছিলেন তাঁর স্বামী বিষ্ণু মণ্ডলকে খুন করা হয়েছে। এই মামলায় বিজহর মণ্ডল, দিশা মণ্ডল, ঝর্ণা মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বর্তমানে তাঁরা জামিনে মুক্ত আছেন। সেই মামলাতেই উত্তমকে ট্যাগ করা হয়েছে। সেই কেসেই গ্রেপ্তার করে এদিন বনগাঁ মহকুমা আদালতে আনা হয়েছে। আদালতে যাওয়ার পথে উত্তম জানান, তিনি নির্দোষ। আগে কোনও দিন বনগাঁতেই আসেননি। খুনের মামলায় উত্তম সর্দারকে বনগাঁ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের ঘটনায় উস্কানি, প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁর পক্ষের আইনজীবী সঞ্জয় দাস।

এলাকা দখল নিয়ে অশান্তি, গুলি ও বোমাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্দিরবাজার: এলাকা দখল নিয়ে অশান্তি, মঙ্গলবার রাত থেকে ব্যাপক গুলি ও বোমাবাজির অভিযোগ। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক বিজেপি কর্মী। বোমার আঘাতে আহত হয়েছেন এক শিশু সহ বেশ কয়েকজন। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতের খেলারামপুর গ্রামে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ বিজেপি সমর্থকের নাম সাইরাজ মোল্লা(২৫)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই ৩ জনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্দিরবাজারের খেলারামপুর এলাকা মঙ্গলবার রাত থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয় বলে অভিযোগ। অশান্তির মাঝে পড়ে গুলিবিদ্ধ হন বছর পঁচিশের সাইরাজ। তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এলাকায় বিজেপি সমর্থক বলেই পরিচিত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এলাকার বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থীকেই সমর্থন করেছিলেন তাঁরা।

এলাকায় নির্দল প্রার্থী জয়যুক্ত হতেই স্থানীয় তৃণমূল নেতা ইউনুস মোল্লা ও তাঁর অনুগামীরা বিজেপি সমর্থকদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। এরপর মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে ফের দফায় দফায় বোমাবাজি চালায় অভিযুক্তরা। সাইরাজকে হাতের কাছে পেয়ে খুব কাছ থেকে গুলি চালান তাঁরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দারাই রক্তাক্ত অবস্থায় সাইরাজকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করান।

এই ঘটনায় আহতের পরিবার ও বিজেপির তরফ থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। আহতের আত্মীয় রইচ আলি মোল্লার দাবি, 'মঙ্গলবার রাত থেকেই এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি চালিয়েছেন তৃণমূল নেতা ইউনুস। আমার এক ভাইপোকে গুলি করেছে। ওদের ভয়ে আমরা বাড়িতে থাকতে পারছি না। প্রশাসন না ব্যবস্থা নিলে আমাদের প্রাণে মারা যেতে হবে।'

এদিন এক বিজেপি সমর্থক গুলিবিদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি বোমাবাজিতেও আহত হন বেশ কয়েকজন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাতেই এলাকায় পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। মন্দিরবাজারের এসডিপিও সুবীর বাগ এবং আইসি গৌতম সাহাও চলে আসেন ঘটনাস্থলে। সকাল থেকে এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। এই ঘটনায় আহত ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। তবে ঘটনার পর থেকেই পলাতক মূল অভিযুক্ত ইউনুস মোল্লা। তাঁর খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিজেপি। এই বিষয়ে বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি দিলীপ জাতুয়ার দাবি, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই এরকম চলছে। আসলে ওখানে তৃণমূল বরাবর চলে, এবার নির্দল জিতেছে। তারপর থেকে অশান্ত করে রেখেছে এলাকা। থানা পুলিশ কোনও রকম ভাবে সাহায্য করে না।' তবে বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করে মন্দিরবাজারের তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় পাইক দাবি করেন, 'ওখানে বোমাবাজি এর আগেও হয়েছে। ওটা কোনও রাজনৈতিক কারণে নয়। পুলিশ তদন্তের প্রেক্ষিতে ধরেছে কয়েকজনকে। কেন গুলি-বোমা হল, তা দেখছে পুলিশ। মন্দিরবাজার এলাকা অশান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি।'

বামেদের অধিকার যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে নিজেদের হকের দাবিতে ও মানুষের স্বার্থে বামেদের অধিকার যাত্রা বুধবার দুপুর তিনটে নাগাদ পানাগড় থেকে বীরভূমের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

এদিন কাঁকসার ডাকবাংলো মোড়ের কাছে বামেদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি মিছিল করে কাঁকসার বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী জানান, সাধারণ মানুষের অধিকার, সংবাদমাধ্যমের অধিকার, সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার নিয়েই তাঁদের এই অধিকার যাত্রা।

তাঁর দাবি, রাজ্যের বহু মানুষ ১০০ দিনের কাজ করে তাঁরা টাকা পাননি। কারণ রাজ্য সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা চুরি করেছে। সঠিক মানুষ কাজ করেননি। টাকা লুঠ হয়েছে। তারা সঠিক ভাবে হিসাব দেখাতে না পারায় কেন্দ্র সরকার টাকা দেয়নি আর যার কারণেই সাধারণ মানুষ সময়ে টাকা পায়নি। ফলে ভোটের মুখে এখন সাধারণ মানুষকে টাকা দিয়ে রাজনীতি করছে শাসকদল। যদি ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে দুর্নীতি হয়ে থাকে, তবে সেই বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি কেন সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। সাধারণ মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করার চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকার, এমনটাই অভিযোগ করেন তিনি।

জানা গিয়েছে, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি এই অধিকার যাত্রা শুরু হয়েছে কোচবিহার থেকে। সারা রাজ্য ঘুরে আগামী ১০ মার্চ একগুচ্ছ দাবি নিয়ে নবান্ন অভিযানে সামিল হবেন সংগঠনের সদস্যরা।

পথ দুর্ঘটনায় আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু'টি বাসে ধাক্কা একটি ছোট গাড়ির। দুর্ঘটনায় আহত হয় ছোট গাড়ির চালক। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ কাঁকসার দোমরা মোড়ের কাছে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কের ওপর। জানা গিয়েছে, একটি ছোট গাড়ি ইলামবাজারের দিকে পানাগড়ের দিকে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে বীরভূমগামী একটি দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাসে ধাক্কা মারার পর ফের বিরভূমগামী একটি বেসরকারি বাসের সামনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় আহত হন ছোট গাড়ির চালক। দুর্ঘটনার জেরে দোমরা মোড়ের কাছে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় ও বেসরকারি বাস ও ছোট গাড়িটিকে আটক করে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-108/2023-24
Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_675344_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Elect.) ADDA

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
NOTICE INVITING E-QUOTATION
2nd Call
N.I.E. EQ. No. 205/PW/Eng/23 Dt. 29.09.23
Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer, Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 463/MM/PWD/NIeT/2023-24 and Dated: 23-02- 2024.** The last date for online submission of tender is **18-03-2024 (Monday) up to 14:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

Notice Inviting Quotation
Sealed quotations are invited from reputed contractor for renovation/upgradation of different infrastructure and purchasing of laboratory/office/library equipment, fans and some electronic items. For detail please visit website **www.sammilanimahavidyalaya.ac.in**. Last date for submission of general quotations is **08.03.2024**.
Sd/-
Principal
Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata

BELDANGA MUNICIPALITY
P.O. & P.S.- Beldanga, Dist - Murshidabad- 742133, W.B.
RECRUITMENT NOTICE
Adv. No.-02/CSPHCS/Health Officer/2023-24 Dt.-27/02/2024
Applications are invited in plain paper as per format for the appointment of 1 (one) Health Officer post under CSPHCS on contractual basis. Essential and desirable qualifications, experience and other details are given on official website: www.municipalitybeldanga.org & Office Notice Board. The application along with requisite documents must reach the undersigned on or before 5 p.m. of 11.03.2024.
Sd/- Chairman, Beldanga Municipality

ABRIDGED NIT
On behalf of Herambagopalpur Gram Panchayat of Ptharpratima Block under south 24 Parganas dist. invites bids through etendering process for Est. Cost. of **Rs. 185203/- (Excl. GST & Cess). vid NIT No. 37/111/5th SFC/ NIT/HGP/2024, dt.- 29.02.2024.** The last Date of submission of Bids is **06.03.2024 up to 2.00p.m.** Please visit **https://wbtenders.gov.in** and **SDO/BDO/GP Office.**
Sd/-Pradhan,
Herambagopalpur GP.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
e-NIT No. : UKM/0035(e)/ 2023-24 dt.31.01.2024. 2024_MAD_658536_1. e-NIT No.:UKM/030(e)/ 2023-24(2nd Call)dt 10.02.2022. 2024_MAD_665907_1. Date Corrigendum published. For Details :- wbtenders. gov.in
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung
Municipality

TENDER NOTICE
E-TENDER Invited By the Pradhan Jaleswar-II Gram Panchayat, Gaighata Block, North 24 Parganas, e-NIT No :- 2024_ZPHD_675115_1, e-NIT No :- 2024_ZPHD_675157_1, e-NIT No :- 2024_ZPHD_675388_1 Date of Closing - 06.03.2024 at 2.30 P.M. Date of Opening - 10.03.2024 at 12.03 P.M. For all detail please visit Website: http://etender.wb.nic.in or http:// wb-tenders.gov.in
Sd/- Pradhan, Jaleswar-II
Gram Panchayat
Gaighata Development Block,
North 24 Parganas

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e tender vide memo **no. WBMAD/CM/ BTRD/ PWD/ NIT-82/23-24, Tender Id. 2024_ MAD_675999_1 WBMAD/ CM/DRN/PWD/NIT-83/23-24, Tender Id.2024_ MAD_676021_1 & WBMAD/ CM/ BTRD/PWD/NIT-81/23-2, Tender Id.2024_ MAD_ 675979_1** for various works in different wards under Chakdaha Municipal area. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 70/2023-24 & Memo No.: 285, Date: 28.02.2024,** for **03 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **07.03.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 33/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 6 nos Civil works. Bid Submission start- **29/02/2024**, Ends- **14/03/ 2024.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

e-Tender Notice
Joypur Gram Panchayat, Vill Bautipara, PO- Joypur, Murshidabad. Are here by invite by the under signed from the registered of bonafied and resourceful Contractor / Agencies for Tender **NIeT No- 23/JGP/15th CFC-Tied/ 2023-24, NIeT No - 24/ JGP/ 15th CFC & 5th SFC/2023-24, Date of Publishing- 21/02/2024,** Last Date of Bid Submission From **23/02/2024 to 29/02/2024 upto 18.00.** For details in **website: wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Joypur Gram Panchayat
P.O. Joypur,
Dist- Murshidabad

Date Corrigendum-3:
NIT No. (i)SFDC/MD/NIT-39(e)/ 2023-24 (2nd Call), (sl. no. 1, 2 & 3)& (ii) SFDC/MD/NIT-40(e) /2023-24 (2nd Call)
Tender Id: (i)2024_SFDCL_643093_1, 2024_SFDCL_643093_2 & 2024_SFDCL_643093_3and (ii)2024_SFDCL_643632_1
Date Corrigendum-2:
NIQ No. SFDC/MD/NIQ-05(e) / 2023-24 (2nd Call) (Sl no. 1 & 2)
Tender Id: 2024_SFDCL_657641_1 & 2024_SFDCL_657641_2
Schedule of Dates for Date Corrigendum 3 & 2
Bid Submission End Date - 05/03/2024 at 4.00 p.m.
Date of opening Technical Bid - 07/03/2024 at 4.00 p.m.
Note:-Details of information are available in the website **https://wbtenders.gov.in.**

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021
ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
169/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Maintenance of Beat Office near Gate No. 1 at Banabitan Park, Salt Lake.	29.02.2024	07.03.2024

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021
ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
138/GPW/ WBFDC/2023-24 (2nd Call)	Creation of Landscaping & Beautification works at RTPS, DVC, Raghunathpur Purulia over 4550 Sqm. (Flag Hoisting point).	29.02.2024	07.03.2024

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 277/23-24 Dated- 28-02-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **29-02-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **12-03-2024 upto 3.00 pm**.
Date: 28.02.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM MAHAVIDYALAYA
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur. PIN- 721124
Email: principaldebra@gmail.com
Notice Inviting Tender
E Tender (ID: 2024_DHE_675828_1)
Dated: 28/02/2024
Tender Reference No. dtsksm/NIT 52/23 3rd call Dated: 05/12/2023
E-Tenders are invited from eligible Suppliers/Firms/agencies/ having successfully completed similar nature of works with adequate working experience and financial capabilities. Intending bidder may download the tender documents from the website - **https://wbtenders.gov.in.**
Information about the work

Name of the work	Procurement of laboratory equipments for Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya, Paschim Medinipur sanctioned vide memo no- 695-Edn(CS)/HED-17011(99)/1/2023 dt- 09-10-2023
Bid Submission Start Date	28/02/2024 at 06 PM
Bid Submission End Date	07/03/2024 at 4 PM

Sd/- (Dr. Rupa Dasgupta) Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 258, KOLKATA, THURSDAY
29 FEBRUARY 2024, PAGE 8

কলকাতা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং অলরাউন্ডারদের শীর্ষ চারে রুট, জুরেলের একধাপে বড় লাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম তিন টেস্টে ব্যর্থতার পর রাঁচি টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন জো রুট। প্রথম ইনিংসে ১২২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে শীর্ষ তিনে ফিরেছেন রুট। তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ড তারকা।

ভারতের ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল তিন ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ১২ নম্বরে। তরুণ এই ওপেনার সিরিজ শুরু করেছিলেন র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৯তম অবস্থানে থেকে। রাঁচিতে প্রথম ইনিংসে ৯০ আর দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ৩৯ রান করে ভারতকে জেতানো ধ্রুব জুরেল আজ আইসিসি প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩১ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৬৯তম স্থানে।

প্রথম তিন টেস্টে রুটের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ছিল ২৯। এরপর সমালোচনার মুখে পড়া রুট রাঁচিতে প্রথম ইনিংসে ১২২ রানের ইনিংস খেলেন। বল হাতেও নিয়েছেন ২ উইকেট। টেস্ট অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে চারে উঠে এসেছেন রুট।

সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করা জয়সোয়াল রাঁচি টেস্টে প্রথম ইনিংসে করেন ৭৩, দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ৩৭। ইংল্যান্ড ওপেনার জ্যাক ক্রলি প্রথমবারের মতো আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ২০,এর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর অবস্থান তালিকার ১৭ নম্বরে।

রাঁচিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাতে প্রথম স্থানে থাকা যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অশ্বিনের রেটিং পয়েন্টের পার্থক্য কমে দাঁড়িয়েছে ২১,এ। বুমরার রেটিং পয়েন্ট ৮৬৭, অশ্বিনের ৮৪৬। স্পিনার কুলদীপ যাদব ১০ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৩২তম স্থানে। শোয়েব বশির ৩৮ ধাপ এগিয়ে আছেন ক্যারিয়ার,সেরা ৮০তম স্থানে।

নেপালের বিপক্ষে ৩১ রানে ৪ উইকেট, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১৫ রানে ২ উইকেট নিয়ে ওয়ানডে বোলারদের তালিকায় ১১ নম্বরে উঠে এসেছেন নামিবিয়ার বার্নাড শোল্টজ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৪২। ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে নামিবিয়ার কোনো ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ অবস্থান এটিই। টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষ ২০-এ ঢুকেছেন ট্রাভিস হেড। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ছয়ে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বোর্ডের শাস্তিতে পকেট হালকা হল শ্রেয়স-ঈশানের, কত কোটি হারাচ্ছেন 'অবাধ্য' দুই ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইঙ্গিত ছিলই। সেই মতোই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে শ্রেয়স আয়ার এবং ঈশান কিশনকে। ২০২৪-২৫ মরসুমের জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা বুধবার প্রকাশ করেছে বিসিসিআই। বোর্ডের সিদ্ধান্তে আর্থিক ক্ষতি হবে দুই 'অবাধ্য' ক্রিকেটারের।

২০২৩-২৪ মরসুমে বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ছিলেন দু'জনেই। শ্রেয়স ছিলেন 'বি' ক্যাটাগরিতে। ঈশান ছিলেন 'সি' ক্যাটাগরিতে। নিয়ম মতো বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে বছরে ৩ কোটি টাকা বেতন পেতেন শ্রেয়স। ঈশান বেতন হিসাবে পেতেন বছরে ১ কোটি টাকা। নতুন তালিকায় নাম না থাকায় বোর্ডের কাছ থেকে বার্ষিক বেতন হিসাবে কোনও টাকা পাবেন না তাঁরা। ভারতের হয়ে খেললে ম্যাচ ফি এবং দৈনিক ভাতা বাবদ নির্দিষ্ট টাকা অবশ্য তাঁরা পাবেন। বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী এক বছরে শ্রেয়স এবং ঈশানের সামনে চুক্তির আওতায় আসার কোনও সুযোগ থাকবে না। বিসিসিআইয়ের এই সিদ্ধান্তের ফলে শ্রেয়সের বার্ষিক আয় কমছে ৩ কোটি টাকা এবং ঈশানের বার্ষিক আয় কমবে ১ কোটি টাকা।

বেশ কিছু দিন ধরে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উঠছিল শ্রেয়স এবং ঈশানের বিরুদ্ধে। জাতীয় দলের কোচ, জাতীয় নির্বাচক বা বোর্ড কর্তাদের নির্দেশে কান দিচ্ছিলেন না তাঁরা। বার বার বলার পরেও কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ না দেখিয়ে প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেননি তাঁরা। তাঁদের মনোভাবে অসন্তুষ্ট বোর্ড কর্তারা ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন কিছু দিন ধরে। কয়েক দিন আগে সচিব জয় শাহ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলা নিয়ে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের চিঠি দিয়ে বোর্ডের বক্তব্য জানান। তার পরেও বিশেষ হেলদোল দেখা যায়নি দুই 'অবাধ্য' ক্রিকেটারের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত তাঁদের কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে বের করে দিল বিসিসিআই।

কনওয়েকে ছাড়াই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টে খেলতে হচ্ছে নিউজিল্যান্ডকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অকল্যান্ডে গত শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পেয়েছিলেন ডেভন কনওয়ে। টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে সেই চোটই কাল হয়ে দাঁড়াল বাঁহাতি ওপেনারের জন্য।

ওয়েলিংটনে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোরে শুরু হতে যাওয়া সিরিজের প্রথম টেস্টে খেলা হচ্ছে না কনওয়ের। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে মাঠে নামার আগে প্রথম টেস্টে কনওয়ের অনুপস্থিতির ব্যাপারটি আজ জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টিম সাউদি।

দুই টেস্টের এই সিরিজে কনওয়ের বদলি হিসেবে নিউজিল্যান্ড দলে ডাকা হয়েছে হেনরি নিকোলসকে। তবে কনওয়ের অনুপস্থিতিতে টম ল্যাথামের সঙ্গে ওপেন করবেন উইল ইয়াং। কনওয়ের অনুপস্থিতি, নিকোলসের ডাক পাওয়া এবং ইয়াংয়ের ওপেনিংয়ে উঠে আসা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে সাউদির মন্তব্য বেশ দার্শনিকসুলভ, 'চোট ক্রিকেটেরই অংশ এবং তাতে অন্যদের সুযোগের দরজাও খুলে যায়।'

চলতি মাসের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে পাঁচে নেমে ৬০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন ইয়াং। তাঁর সেই ব্যাটিংয়েই আস্থা রেখেছেন নির্বাচকেরা। তবে ক্রাইস্টচার্চে ৮ মার্চ শুরু হতে যাওয়া দ্বিতীয় টেস্টে কনওয়ে খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়েও সন্দেহ আছে।

সংবাদ সম্মেলনে সাউদি জানিয়েছেন, ওয়েলিংটনের আকাশ, পিচের অবস্থা দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন, শুধু পেসারদের খেলাবেন কি না। এমন কিছু হলে কপাল খুলতে পারে ৩২ বছর বয়সী পেসার স্কট কুগালাইনের।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দলে জায়গা হবে না;এটা জানার পর গতকাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন নিউজিল্যান্ডের ৩৭ বছর বয়সী পেসার নিল ওয়াগনার। ৬৪ টেস্টে ২৬০ উইকেট নেওয়া এই পেসারকে নিয়ে সাউদি বলেছেন, 'সে ড্রেসিংরুমে বিশেষ কেউ, যে দলের প্রয়োজন অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারে। দলের যে কারও সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে পারে। সবাই তাকে পছন্দ করে শুধু মাঠের পারফরম্যান্সের জন্য নয়, মানুষ হিসেবেও।' অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স প্রথম টেস্টের দল আগেই ঘোষণা করেছেন। ব্রিসবেনে গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হেরে যাওয়া টেস্টের একাদশই মাঠে নামাবে অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ উসমান খাজার সঙ্গে আবারও ওপেন করতে দেখা যাবে স্টিভ স্মিথকে। ২০১১ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টে এখনো জয়বঞ্চিত নিউজিল্যান্ড।

ওয়েলিংটন টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দল স্টিভ স্মিথ, উসমান খাজা, মারনাস লাবুশেন, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ, অ্যালেক্স ক্যারি, প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়ন ও জশ হ্যাজলউড।

'নিষিদ্ধ' হাসারাঙ্গাকে অধিনায়ক শ্রীলঙ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আম্পায়ারের সমালোচনা করে নিষিদ্ধ হওয়া ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে অধিনায়ক করেই বাংলাদেশ সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা। প্রায় দুই বছর পর টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন লেগ স্পিনার জেফ্রি ভ্যান্ডারসে, এক বছর পর এসেছেন ওপেনার আভিস্কা ফার্নান্ডো। দলে নেই পাতুম নিশাঙ্কা। দলের সহ-অধিনায়ক হিসেবে আছেন চারিত আসালাঙ্কা, হাসারাঙ্গার অনুপস্থিতিতে তাঁরই ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব পালন করার কথা।

সর্বশেষ আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ম্যাচে আম্পায়ারের সমালোচনা করে নিষেধাজ্ঞায় পড়েন হাসারাঙ্গা। আগামী ৪ ও ৬ মার্চ সিলেটে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে তাঁকে পাবে না শ্রীলঙ্কা। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা ভ্যান্ডারসেকে দলে ফেরানোর কারণ হতে পারে এটিই। ৩৪ বছর বয়সী এ লেগ স্পিনার অবশ্য সর্বশেষ দেশের মাটিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে খেলেছেন।

ভ্যান্ডারসের মতো দলে ফিরেছেন আভিস্কাও। সর্বশেষ গত বছরের জানুয়ারিতে ভারতের বিপক্ষে এ সংস্করণে খেলেছিলেন এখন পর্যন্ত ৩৩টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা এ ২৫ বছর বয়সী।

এ সিরিজ দিয়ে দলে ফিরলেন পেসার দুষ্মন্ত চামিরাও। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে চোট পেয়েছিলেন তিনি। এরপর খেলতে পারেননি টি-টোয়েন্টি সিরিজে।

অন্যদিকে নিশাঙ্কা আফগানিস্তানের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টিতে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ইনিংসের মাঝপথেই উঠে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশ সফরের দলে রাখা হয়নি এ ব্যাটসম্যানকে।

এ সফরে তিনটি টি-টোয়েন্টির পর তিনটি ওয়ানডে ও দুটি টেস্ট খেলবে শ্রীলঙ্কা। ৯ মার্চ সিলেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হওয়ার পর ওয়ানডে তিনটি হবে চট্টগ্রামে-১৩, ১৫ ও ১৮ মার্চ। এরপর প্রথম টেস্টের জন্য আবার সিলেটে ফিরবে দুই দল, যে ম্যাচটি শুরু ২২ মার্চ।৩০ মার্চ চট্টগ্রামে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট।

জার্সি বিক্রির আয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা, বাকিরা কোথায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে জার্সি বিক্রির প্রচলন শুরু হয়েছিল গত শতকের '৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৯৭৩ সালে ইংলিশ ক্লাব লিডস ইউনাইটেডের জার্সি বানিয়ে দিয়েছিল অ্যাডমিরাল, যা ছিল ক্লাব ফুটবলে কোনো ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার প্রথম ঘটনা।

অ্যাডমিরালের বানানো হোয়াইট স্ট্রিপ জার্সি পরেই ১৯৭৩-৭৪ মৌসুমে ইংলিশ লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিডস। ওই মৌসুমেই লিডসের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে কোচ ডন রেভির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল ভ্রাম্যমাণ এক বিক্রয়কর্মীর। তাঁর হাত ধরেই শুরু জার্সি বিক্রির যাত্রা।

সেই যে শুরু, এরপর পাঁচ দশক ধরে ক্লাবের জার্সি ও অন্যান্য স্মারক বিক্রি এবং এতে ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্টতা এতটাই বেড়েছে যে বর্তমানে এটি উয়েফার বার্ষিক প্রতিবেদনের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উয়েফা সম্প্রতি ২০২৩ অর্থবছরের আর্থিক ও বিনিয়োগ, বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, গত বছর জার্সি ও স্মারক বিক্রি করে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে বার্সেলোনা। স্পেনের ক্লাবটি জার্সি ও স্মারক বিক্রি করে ১৭ কোটি ৯০ লাখ ইউরো আয় করেছে।

করোনার সময় থেকেই বার্সা অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে। লা লিগার বেতন সীমাসংক্রান্ত নীতির গ্যাঁড়াকলে পড়ে লিওনেল মেসির সঙ্গেও চুক্তি নবায়ন করতে পারেনি তারা। মেসি যেখানেই যান, প্রচারের আলো সেখানেই পড়ে। স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞাপনের প্রধান মুখ ও আয়েরও প্রধান উৎস তিনি। তাই অনেকেই হয়তো ধারণা করেছিলেন, নিজেদের ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়কে ছেড়ে দেওয়ায় বার্সার জার্সি বিক্রিতে ভাটা পড়বে। কিন্তু হয়েছে এর উল্টোটা।

ক্রীড়াসামগ্রীর বাজারে অনেক দিন হলো রাজত্ব করে যাচ্ছে বিশ্বের শীর্ষ দুই প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নাইকি ও অ্যাডিডাস। জার্সি ও স্মারক বিক্রিতেও যুক্তরাষ্ট্রের নাইকি আর জার্মানির অ্যাডিডাস দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে লাভবান ১০ ক্লাবের ৫টির জার্সি ও স্মারক বানিয়েছে নাইকি, বাকি ৫টির অ্যাডিডাস। সর্বোচ্চ আয় করা ১০ ক্লাবের ৫টিই ইংল্যান্ডের। দুটি স্পেনের এবং একটি করে ক্লাব জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালির। তবে গত মৌসুমে ট্রেবলজয়ী ম্যানচেস্টার সিটি জার্সি ও স্মারক বিক্রি করে সবচেয়ে বেশি আয়ের তালিকায় শীর্ষ দশে নেই। এ তালিকায় বার্সেলোনার পরেই আছে রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবটি আয় করেছে ১৫ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। ১৪ কোটি ৭০ লাখ ইউরো আয় করে তিনে আছে বায়ার্ন মিউনিখ। যে ক্লাবের হাত ধরে ইউরোপীয় ফুটবলে প্রথম জার্সি বিক্রি শুরু হয়েছে, সেই লিডস ইউনাইটেড আছে ১৬ নম্বরে।

'আগুনে' হল্যান্ডের ৫ আর 'নিখুঁত' ডি ব্রুইনার ৪, লুটনে লুটেরা সিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্কোরলাইন দেখে ভাবনাটা আসতে পারে। লুটন টাউনের মাঠে ঢুকে স্রেফ 'লুট' করে এসেছে ম্যানচেস্টার সিটি! গতকাল রাতে এফএ কাপ পঞ্চম রাউন্ডের এই ম্যাচটা দেখে থাকলে এতক্ষণে বুঝে ফেলার কথা কি লুট করার কথা বলা হচ্ছে।

সিটির জয়ের ব্যবধান ৬-২। এক খেলোয়াড় একাই ৫ গোল করেছেন এবং স্কোরলাইন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে খেলোয়াড়টি স্বাভাবিকভাবেই সিটির। আরও আছে;এক খেলোয়াড় একাই ৪ গোল বানিয়েছেন এবং স্কোরলাইন বলে দেয় এই খেলোয়াড়টিও সিটির। ম্যাচটি না দেখে থাকলে একটি কুইজ;সিটির স্কোয়াড দেখে আন্দাজে বলুন তো, পেপ গার্দিওলার দলে একাই ৫ গোল করা এবং ৪ গোল বানানোর মতো খেলোয়াড় আছেন কোন দুজন?

স্বাভাবিক যুক্তি হলো অনেকেই আছেন। কিন্তু এই অনেকের ভেতর থেকেই যদি দুজনকে বেছে নিতে হয়, তাহলে গোল করা এবং গোল বানানোর কাজে সিটির সেরা দুজনের নামই উঠে আসবে। হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন;আর্লিং হলান্ড ও কেভিন ডি ব্রুইনা। মাত্র দেড় মৌসুমের ব্যবধানে সিটির জার্সিতে দ্বিতীয়বারের মতো ৫ গোল করলেন হলান্ড। আর কেভিন ডি ব্রুইনা? চোট কাটিয়ে ফিরে এ পর্যন্ত মাত্র ১২ ম্যাচে মাঠে নেমেই সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে গোল বানানোয় সতীর্থদের ছাপিয়ে গেছেন বেলজিয়ান তারকা (১১)। গতকাল রাতে সিটির কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথে একাই ৪ গোল বানিয়ে ফিল ফোডেন এবং হুলিয়ান আলভারেজদের ছাপিয়ে গেছেন ডি ব্রুইনা। এ মৌসুমে ফোডেনের ১০ গোল বানাতে লেগেছে ৩৭ ম্যাচ, সমানসংখ্যক গোল বানাতে আলভারেজকে খেলতে হয়েছে ৩৫ ম্যাচ। পুরো ছন্দে না থাকা ৩২ বছর বয়সী ডি ব্রুইনার 'ক্লাস' কোন পর্যায়ে বোঝা গেল!

হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে লুটন। প্রথমার্ধের ৪০ মিনিটের মধ্যে হ্যাটট্রিক তুলে নেন হলান্ড। বিরতির পর ৫৫ ও ৫৮ মিনিটে করেন আরও ২ গোল। এ ম্যাচে ডি ব্রুইনা ও হলান্ডের দারুণ রসায়নের 'কাবাব' এ দুটো 'হাড্ডি'ও আছে;বের্নার্দো সিলভা ও জন স্টোনস। ৫৮ মিনিটে হলান্ডের শেষ গোলটি বানিয়েছেন সিলভা। ৭২ মিনিটে মাতেও কোভাচিচের গোলের উৎস স্টোনস। তাঁরা দুজনও অবদান রাখার চেষ্টা না করলে এ ম্যাচটা শুধু হলান্ড-ব্রুইনার গল্প হয়ে থাকত। আসলে সিটি যেভাবে খেলেছে এবং গোলের পর গোল করেছে তাতে রসিকতাসুলভ এমন ভাবনার বিলাসিতা করতেই পারেন ক্লাবটির সমর্থকেরা! ওহ, বলাই হয়নি। ম্যাচের ৪৫ ও ৫২ মিনিটে লুটনও দুটি গোল করেছে।

সিটির হয়ে এ নিয়ে ৮টি হ্যাটট্রিক হয়ে গেল হলান্ডের। ক্লাবটির ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এক ম্যাচে দুবার করে ৫ গোল করলেন। ১৯৭০ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি জর্জ বেস্টের পর শীর্ষ লিগের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এফএ কাপে এক ম্যাচে একাই ৫ গোল করলেন হলান্ড। নর্দাম্পটন টাউনের বিপক্ষে একাই ৬ গোল করেছিলেন বেস্ট। সিটির হয়ে হলান্ড এর আগে ৫ গোল করেছিলেন গত বছর চ্যাম্পিয়নস লিগে লাইপজিগের বিপক্ষে। ২০২২ সালের জুলাইয়ের অভিষেকের পর থেকে এ পর্যন্ত সিটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৮৩ ম্যাচে ৭৯ গোল করলেন হলান্ড। এ সময়ে প্রিমিয়ার লিগে খেলা অন্য যে কোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে ৩০ গোল বেশি করেছেন নরওয়ে তারকা।

তবে হলান্ড রেকর্ড বইয়ের একটি পাতায় তাকিয়ে কিন্তু মন খারাপ করতে পারেন। এফএ কাপে এক ম্যাচে কোনো খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ গোল করার তালিকায় হলান্ড কিন্তু ধারেকাছেও যেতে পারেননি! ১৯৭১ সালে মারগেটের বিপক্ষে বোর্নমাউথের ১১-০ গোলের জয়ে যে একাই ৯ গোল করেছিলেন টেড ম্যাকডুগাল! তবে হলান্ডের ভুলচুক হয় কম। বলতে গেলে হয়-ই না! নইলে লুটনের জাল বরাবর মাত্র ৭টি শট থেকে ৫ গোল আদায় করে নেন কীভাবে! অবশ্য এফএ কাপের ম্যাচে সিটির হয়ে ম্যাচে ৫ গোল করার গৌরব হলান্ডের একার নয়। ১৯২৬ সালে ফ্র্যাঙ্ক রবার্টস এবং ১৯৩০ সালে বব মার্শাল ৫ গোল করেছিলেন বিশ্বের প্রাচীনতম এই ফুটবল প্রতিযোগিতায়।

ম্যাচ শেষে আইটিভিকে হলান্ড বলেছেন, 'আমি নিজের সেরা ফর্মে ফিরতে শুরু করেছি এবং শেষ পর্যন্ত ভালো বোধ করছি। সামনে দারুণ সময় অপেক্ষা করছে। আমরা আক্রমণের জন্য তৈরি।' হলান্ডের প্রথম চার গোলের উৎস ছিলেন ডি ব্রুইনা। সতীর্থকে নিয়ে সিটি স্ট্রাইকার বলেছেন, 'তার সঙ্গে খেলা সব সময়ই আনন্দের। আমরা একে অপরের কাছে কি চাই সেটা জানি।'

দুজনের এই চাওয়ার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন সিটি কোচ গার্দিওলা, 'আর্লিং আগুনে ফর্মে আর ডি ব্রুইনা নিখুঁত ছিল। দুজনের রসায়নটা যেমন;হলান্ডের ডি ব্রুইনার মতো খেলোয়াড় প্রয়োজন, আর ডি ব্রুইনার হলান্ডের মতো খেলোয়াড় প্রয়োজন।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**